

নবি মুহুই বিমানবন্দর দিয়েও আমদানি করা যাবে ওযুধ, কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তি জারি



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৮ জুলাই : ওযুধ আমদানির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ড্রাগস রুলস, ১৯৪৫-এর ৪৩এ নম্বর নিয়ম সংশোধন করে নবি মুহুই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে ওযুধ আমদানির অনুমোদিত প্রবেশপথ হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে দেশে সডক, রেল, সমুদ্র ও বিমানপথ মিলিয়ে ওযুধ আমদানির অনুমোদিত প্রবেশকেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪২।বুধবার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ড্রাগস আন্ড কমমোটিভ্স আইন, ১৯৪০-এর অধীনে ড্রাগস টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজরি বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ করেই এই সংশোধন করা হয়েছে।মন্ত্রকের মতে, নবি মুহুই বিমানবন্দরকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার ফলে দেশের ওযুধ সরবরাহ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য আমদানির গতি বাড়বে এবং আমদানিকারীরা অতিরিক্ত একটি প্রশ্রেষপথ ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি, সরবরাহ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রেও আরও সুবিধা মিলবে বলে মনে করছে কেন্দ্রাঙ্গস্থা মন্ত্রকের দফি, এই পদক্ষেপের ফলে দেশের ওযুধ আমদানি ব্যবস্থা আরও কার্ধর ও গতিশীল হবে এবং সামগ্রিক লজিস্টিক পরিবর্তনোেও শক্তিশালী হবে।

দক্ষিণ কলকাতায়

তৃণমূলের মিছিলে উত্তেজনা

কলকাতা, ৮ জুলাই : বারুইপুর ঘটনার প্রতিবাদে মিছিলের অনুমতি পেয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল। বুধবার মিছিলের যাত্রাপথ ছিল দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে শুরু হয়ে হাজরা মোড় পর্যন্ত। কিন্তু মিছিল থিরে উত্তেজনা তৈরি হয়। হাজরায় প্রবল ধুক্কুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।বারুইপুরে নাবালিকার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার তৃণমূলের ছাত্র ও যুব সংগঠনের মিছিল থিরে উত্তেজনা ছড়ালো দক্ষিণ কলকাতায়। বুধবার দুপুরে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে শুরু হয়ে ওই মিছিলের যাত্রাপথ ছিল যাওয়ার কথা হাজরা মোড় পর্যন্ত। তৃণমূলের অভিযোগ, মাইক বেঁধে তৃণমূলের মিছিলে বাধা দেওয়া হয়। মিছিলকে লক্ষ্য করে রাস্তার পাশ থেকে ‘চোর’ স্লোগান ওঠে। এমনকী রাস্তার একপাশ দিয়ে ভেসে আসে ‘ চোর, ভাইপো চোর’ স্লোগান। ‘চোর’ গানও শোনা যায়। খবর ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। থবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিশাল পুলিশবাহিনী।

প্রায় শত বছরের পুরোনো কীর্তি ছুঁলেন আর্জেণ্টাইন কিংবদন্তি



কলকাতা, ৮ জুলাই : পেনাল্টি মিস করলেও, দলের ভীষণ প্রয়োজনে জ্বলে উঠলেন মেসি। দারুণ গোল করলেন এবং গোলও করালেন। সেই সঙ্গে প্রায় শত বছর আগের এক কীর্তি স্পর্শ করলেন আর্জেণ্টিনা অধিনায়ক।দ্বিতীয় আর্জেণ্টাইন ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপের এক আসনে আট গোল করলেন মেসি। ১৯৩০ সালে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী আসরে এই কীর্তি গড়েছিলেন গিয়ের্মো স্তাবিলে।আটলান্টায় মঙ্গলবার শেষ ম্যেলোর ম্যাচে মিশরের বিরুদ্ধে ৭৮ মিনিট পর্যন্ত ২-০ গোলে পিছিয়ে ছিল আর্জেণ্টিনা। ৭৯ মিনিটে মেসির ক্রস থেকে ব্যবধান মনামা ক্রিস্তিয়ান রোমেরো।এরপর ৮৩ মিনিটে ডি-বক্স থেকে জোরাল শটে সমতা টানেন মেসি, চলতি আসরে এটি তার অষ্টম গোল।আর এই গোলের পর বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে নকআউট পর্বে টানা ছয় ম্যাচে গোল করার কীর্তিও গড়লেন মেসি।বিশ্ব মঞ্চে এই নিয়ে টানা ৯ ম্যাচে গোল করার রেকর্ড করলেন আটবারের ক্যারন দ’র জয়ী। ছয় ম্যাচের বেশি নেই আর কারো।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথায্যত ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগা ভাবসংসর্গের পেশাদার ক্রাইম ট্রাঙ্কের নির্দেশ অনুযায়ী খপা হচ্ছে।

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের আশঙ্কায় থান্কা শেয়ার বাজারে, বড় পতন সেনসেক্স ও নিফটিতে, চাপে লগ্নিকারীরা

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ৮ জুলাইঃ পশ্চিম এশিয়ার নতুন করে যুদ্ধ পরিস্থিতি থিরে উদ্বেগের আবহে বুধবার দেশের শেয়ার বাজারে বড় ধরনের পতন দেখা গেল। ইরান ও আমেরিকার মধ্যে সংঘাত আরও তীব্র হতে পারে-এই আশঙ্কায় আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে ভারতের শেয়ার বাজারেও। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে বিক্রির চাপ হটাঁ১ করেই বেড়ে যাওয়ায় সেনসেক্স ও নিফটি উভয় সূচকেই তীব্র পতন ঘটে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বেড়েছে দেশজুড়ে বিনিয়োগকারী ও লগ্নিকারীদের মধ্যে।বাজারে লেনদেন চলাকালীনা একসময় সেনসেক্স ১,৬৮০ পরেন্টের ও বেশি পেনে যায়। একই সময়ে নিফটিও ৫১০ পরেন্টের বেশি পতনের মুখে পড়ে। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, পশ্চিম এশিয়ার ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা বিশ্ব অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ কারীরা ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ থেকে বিনিয়োগ সরিয়ে তুলনামূলক নিরাপদ ক্ষেত্রের দিকে ঝুঁকছেন। এরই প্রভাব ভারতের শেয়ার বাজারে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।শুধু শেয়ার বাজারই নয়, যুদ্ধের আশঙ্কার



প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারেও। অশোধিত তেলের দামে হটাঁ করেই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রতি ব্যারেল অপরিিশোধিত তেলের দাম ৬ ডলারেরও বেশি বোে যায়। এই মূল্যবৃদ্ধি ভারতের মতো জ্বালানি আমদানিনির্ভর অর্থনীতির জন্য নতুন করে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, তেলের দাম বাড়লে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পায়, যার

প্রভাব মূল্যস্ফীতি, উদান ব্যয় এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপরও পড়ে।বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ফলে ভারতীয় মুদ্রার ওপরও চাপ তৈরি হয়েছে। মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য কমে যাওয়ায় আমদানি খরচ আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর ফলে ভবিষ্যতে বিডি়

পণ্যের দাম বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা। প্রকাশ্য করেছেন অর্থনীতিবিদদের একাংশ।বাজার বিশ্লেষক দের মতে, বর্তমান পরিস্থিতি তে আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের ওপরই আগামী কয়েক দিনের বাজারের গতিপ্রকৃতি অনেকাংশে নির্ভর করবে। পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি আরও জটিল হলে বিশৃঙ্ুড়ে আর্থিক বাজারে অস্থিরতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। অন্যদিকে, কূটনৈতিক উদ্যোগের মাধ্যমে উত্তেজনা কমানো সম্ভব হলে বাজারেও ধীরে ধীরে স্থিতিশীলতা ফিরতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।এই পরিস্থিতিতে বিনিয়োগ কারীদের অযথা আতঙ্কিত না হয়ে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ কৌশল বজায় রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, আন্তর্জাতিক অস্থিরতার কারণে স্বল্পমেয়াদে বাজারে ওঠানামা স্বাভাবিক হলেও, দেশের অর্থনীতির মৌলিক ভিত্তি শক্তিশালী থাকলে দীর্ঘমেয়াদে বাজার আবারও ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।প্রয়োজনে এটিকে আরও সংবাদপত্রের উপযোগী, এজেন্সি-স্টাইল বা টিভি নিউজ স্ক্রিপ্টের ভাষায়ও রূপান্তর করা যেতে পারে।

ভাঙা হলো আসানসোল পুরসভার বোর্ড, বসানো হলো প্রশাসক

পশ্চিম বর্ধমান, ৮ জুলাই : আসানসোল পুরসভার বোর্ড ভেঙে দিল রাজ্যের পুর ও নগরায়ন দফতর। পুরসভার কিছু কাজকর্ম নিয়ে অসন্তোষ জন্মিয়ে সম্প্রতি শো-কজ নোটস পাঠানো হয়েছিল দফতরের তরফে। বুধবার জানা গেছে, সেই নোটসের সুদন্তর না-মেলায় পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। পুরসভায় প্রশাসক বসানো হয়েছে বলেও জানা গেছে।উল্লেখ্য, আসানসোল পুরসভায় ১০৬টি ওয়ার্ড রয়েছে।

ইতিমধ্যেই ওই পুরসভার হ’জন কাউন্সিলর এবং দু’জন বরো চেয়ারম্যান ই-স্ফা দিয়েছেন। আসানসোল পুরসভায় অচলাবস্থার অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ, পুরবোর্ডের কোনও বৈঠকই হিচ্ছিল না। এ ছাড়াও, সম্পত্তির কর মকুবের অভিযোগও রয়েছে। তার প্রেক্ষিতে সম্প্রতি শো-কজ নোটস পাঠানো হয়েছিল। পুর কর্তৃপক্ষের জবাবে সন্তুষ্ট না হওয়ায় বোর্ড ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।

ডিজে মামালায় আদালতে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে গরহাজির অভিষেক

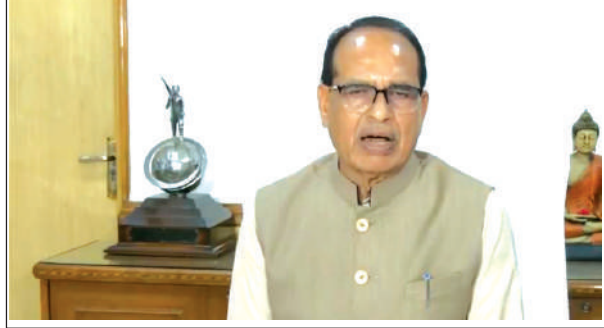
নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৮ জুলাই : বুধবার দুপুর পেরিয়ে গেলেও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাজির হলেন না বিধাননগর আদালতে। এদিন ডিজে মামালায় সাংসদের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের নির্দেশ হয়েছিল। মঙ্গলবারই বিধাননগর এসিজিএম আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দারস্থ হয়েছিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। সেখানেও স্বস্তি পাননি তিনি। বিধাননগর আদালতের নির্দেশই বহাল ছিল কলকাতা হাই কোর্টে। সেই মতো এদিনই তাঁর হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল। সরকার পক্ষের বিশেষ আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায়, সিআইডি’র আধিকারিকেরা বুধবার আদালতে

এলেও এদিন সাংসদের দেখা পাওয়া যায়নি।উল্লেখ্য, ছাত্রিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে একটি জনসভায় অভিষেক বরফাস মন্তব্য করেছিলেন। অভিষেকের সেই মন্তব্যের বিরুদ্ধে বিধানবার সাইবার ক্রাইম থানায় একটি মান্ডা দায়ের করেছিলেন বল গুইআর্টির এক বাসিন্দা। পরে মান্ডা দত্তদত্তার যায় সিআইডি’র হাতে। আদালতের কাছে সাংসদের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষার আবেদন করা হয়। সেই আবেদন মঞ্জুর করা হয়। বুধবার বিধাননগর আদালতে অভিষেককে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হাজিরা এড়ালেন অভিষেক। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার হাজিরা এড়ালেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

খান স্যারের আগাম জামিনের রায় ১০ জুলাই

পাটনা, ৮ জুলাই : বহল আলোচিত কোচিং-কাণ্ডে গুলিচালনার মামলায় অভিযুক্ত শিক্ষক ফয়সল খান ওরফে খান স্যার এবং তাঁর দুই নিরাপত্তারক্ষীর আগাম জামিনের আবেদনের অন্তানি শেষ হয়েছে। বুধবার পাটনা সিভিল কোর্ট রায় সংরক্ষিত রেখে জানিয়েছে, আগামী ১০ জুলাই এই মামলায় আদেশ ঘোষণা করা হবে।কেলা বিচারকের আদালতে অভিযোগকারী ও প্রতিরক্ষা-উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষ হওয়ার পর আদালত রায় সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া এবং আগসে মঙ্গলবারও প্রায় ৪০ মিনিট ধরে শুনানি হয়। অভিযোগকারী রৌশন আনন্দের পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে আদালত খান স্যারের বিরুদ্ধে পূর্বে দায়ের হওয়া মামলাগুলির নথি তলব করেছিল। আদালতের নির্দেশে বুধবার সেই নথি পেশ করা হয়।খান স্যারের আইনজীবী

কৃষিক্ষেত্রে এল নিনোর প্রভাব পর্যবেক্ষণ শিবরাজের, কৃষকদের দিলেন পরামর্শ



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৮ জুলাই : কৃষিক্ষেত্রে এল নিনোর প্রভাব পর্যবেক্ষণ করলে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। বুধবার তিনি বলেন, আমরা কৃষিক্ষেত্রে এল নিনোর প্রভাব পর্যবেক্ষণ করছি। গত ৩-৪ দিনে বিভিন্ন রাজ্যে বৃষ্টিপাতের ফলে বৃষ্টি-ঘাটতির সম্মুখীন জেলার সংখ্যা ২৬২ থেকে কমে ১৭৮-এ নেমে এসেছে। ভালো বৃষ্টিপাতের কারণে কিছু জেলায় পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।তিনি বলেন, এর ফলে বিজ বোয়ার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং এখন বপনের গতি বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্ধা দেরিতে আসার কারণে আহর

(তুওর ডাল), সয়াবিন ও তুলো চাষের ওপর কিছুটা বিরূপ প্রভাব পাচ্ছে। এই বিলয়ের পরিস্থিতিতে, কৃষকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যেন তাঁরা ওই ফসলগুলোর পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদী ফসল-সেমন ভুট্টা, বাজরা এবং মূগ ডাল-চাষের ওপর অগ্রাধিকার দেন। আমি কৃষিমন্ত্রী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি এবং সচিব-সহ আমাদের দলো সর্বাঙ্গিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। আইসিএআর-এর মাধ্যমে আমরা সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোর জন্য জরুরি পরিকল্পনা প্রস্তুত করছি এবং সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোর সঙ্গে সেই পরিকল্পনা ভাগ করে নিয়েছি।

বৃষ্টি বিপর্যস্ত ৪ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা অমিত শাহের, সবারকম সহায়তার আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কেরলম, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সবারকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিসের সঙ্গে কথা বলেছেন। পাশাপাশি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল, কেরলমের মুখ্যমন্ত্রী সত্যনাথ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছেন। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রতিটি রাজ্যকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। দুযোগে,



মোকাবিলায় সবারকম সহায়তার আশ্বাস দিয়ে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন অমিত শাহ।

বারুইপুর কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের এনকাউন্টারে মৃত্যু, ‘অপরাধের শাস্তি পেয়েছে’-বললেন তার মা

সৈকত দাস,বারুইপুরঃবারুইপুরের চাক্ষলুকার নাবালিকা নির্বাচন ও খুনের ঘটনায় বড় মোড়। এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত হিসেবে প্রেণ্ডার হওয়া প্রভাস মণ্ডলের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে তদন্তের স্বার্থে প্রভাস মণ্ডলকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করার সময় সে পুলিশের কাছ থেকে একটি রিভলভার ছিনিয়ে নিয়ে গুলি চালিয়েছেন, আমাদের ছেলে অন্যায় ক্রটিযোগ্য।পুলিশের দাবি, পরিস্থিতি ত্রুটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে আত্মরক্ষার্থে গুলি চালানো হয়। সেই গুলিতে গুরুতর আহত হয় প্রভাস মণ্ডল। তাকে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।উল্লেখ্য, বারুইপুরের এই ঘটনায় প্রভাস মণ্ডলের নাম প্রথম থেকেই সামনে আসে। তত্ত্বাবধীকার হাতে আসা একটি সি সিটিভি

ফুটেজ দেখা গিয়েছিল, ঘটনার দিন ওই ১১ বছরের নাবালিকার সঙ্গে শেষবারের মতো তাকে দেখা যায়। এরপর তাকেই তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে প্রভাস মণ্ডল। পুলিশ তাকে প্রেণ্ডার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে এবং তদন্তে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসে। প্রভাস মণ্ডলের তথ্য উঠে আসে। প্রভাস মণ্ডলের মৃত্যুর খবর তার পরিবারের কাছে পৌঁছানোর পর এক উপরাস্থের প্রতিক্রিয়া দেন তার মা। সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি বলেছিলেন, আমার ছেলে অন্যায় করেছে, তার শাস্তি দাবি করছি। সেই একই উত্তরে উনি অনড় অবস্থান দেখালেন যখন তার ছেলের মৃত্যুর সংবাদ পুলিশ মারফত পান, তখন তিনি বললেন , আমি দেখতে চাই না ওর মৃত দেহ। আমিরা কেউ যাব না। আপনারা যা করার করুন। মেয়েটার সঙ্গে যা করছে ওর সঙ্গে যা হচ্ছে চিক করছে। কর্মের দল পেয়েছে। একজনম মা হিসেবে কষ্ট তো থাকবেই, কিন্তু অপরাধ করলে শাস্তি পেতেই হয়। আমার কোনও

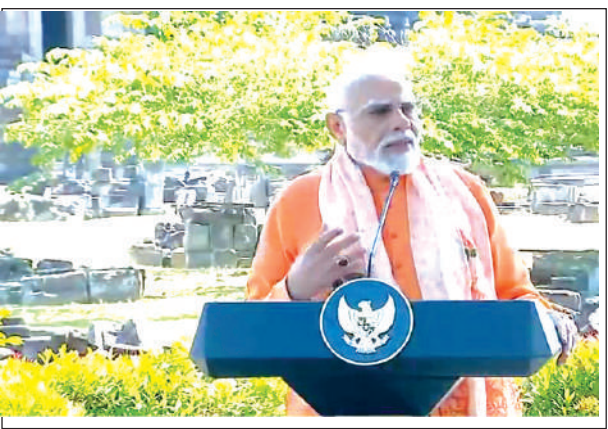
আক্ষসোস নেই। তাঁর এই মন্তব্য থিরে সমাজের বিভিন্ন মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।অন্যদিকে, এই ঘটনার পর কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন নির্যাতিতার পরিবার সহ গোটা রাজ্য বাসী। মুখ্যমন্ত্রী সন্তোভুদ অধিকারী বলেছিলেন, সকালে জমা,বিকালে খরচ, এ কথা রেখেছেন বলে দাবি করেছেন সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে অভয়র মা রত্না বরুণা জানান, আমরা আমাদের মেয়েকে আর ফিরে পাব না, কিন্তু এতদিন ধরে যে বিচারের অপেক্ষায় ছিলাম, আজ মনে হচ্ছে সেই বিচার প্রক্রিয়ার প্রতি নতুন করে আশ্বা ফিরে পেলাম। নতুন সরকারের সঙ্গে প্রশাসনের কাছে আমাদের একটাই আবেদন, এই ঘটনার থেকে যদি আর কেউ জড়িত থাকে, তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।বারুইপুরের এই মর্মান্তিক ঘটনা প্রথম থেকেই গোটা দেশ জুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সমাজকর্মী এবং সাধারণ মানুষ

দেখীদের দ্রুত শাস্তির দাবিতে রাস্তায় নেমেছিলেন। ঘটনার প্রতিবাদে একাধিক বিক্ষোভ, মোমবাতি মিছিল এবং প্রতিবাদ পর কিছুটা স্বস্তির হাঃস্বস্তপ্রভাস মণ্ডলের মৃত্যুর পর এখন তদন্তের পরবর্তী ধাপ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বাকি অভিযুক্তদের নিয়ে পুলিশের তদন্তকারীদল খতিয়ে দেখছেন, এই ঘটনায় জড়িত নাবালিকার উপর নৃশংসতার পছন্দে আরও কোনও বড় চক্র কাজ করেছিল কি না। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্ত এখনও শেষ হয়নি এবং ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।বারুইপুরের এই ঘটনা আবারও নারী ও শিশু নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন সামনে এনে দিয়েছে। একই সঙ্গে অপরাধীদের দ্রুত শাস্তি এবং তদন্তের স্বচ্ছতা নিয়ে নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। এখন গোটা রাজ্যের নজর প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপ এবং সম্পূর্ণ বিচার প্রক্রিয়ার উপর।

কড়া নিরাপত্তায় তীর্থযাত্রীদের সপ্তম দল অমরনাথের উদ্দেশ্যে রওনা

জম্মু(সংবাদ সংস্থা), ৮ জুলাই : কড়া নিরাপত্তায় তীর্থযাত্রীদের সপ্তম দল বুধবার অমরনাথের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। ৯,৮৩৭ জন তীর্থযাত্রীর সপ্তম দলটি বুধবার ভোরে জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে রওনা হয়েছে। রামবান জেলা ও সংলগ্ন এলাকায় মথরাত পর্যন্ত হওয়া হালকা বৃষ্টিপাত তীব্র গরম থেকে বহু-কাল্ক্ষিত স্বস্তি এনে দিয়েছে, যার ফলে তীর্থযাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দা-উভয়ের জন্যই আবহাওয়া মনোরম হয়ে উঠেছে।আবহাওয়ার এই উন্নতির ফলে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সাক দিয়ে যাত্রীবাহী গাড়ির কনড্রয়ের যাত্রাও আরামদায়ক হয়েছে। জম্মুর জোনাল পুলিশ কন্ট্রোল রুমের তথ্য অনুযায়ী, তীর্থযাত্রীদের কনড্রয়টকে দু’টি রুটে ভাগ করা হয়েছিল এর মধ্যে ৪,৪৮০ জন তীর্থযাত্রী বালতাল রুটের দিকে এবং ৫,৩৫৭ জন পহেলগাম রুটের দিকে রওনা হন। ১৭৩টি গাড়িতে ৪,৪৮০ জন তীর্থযাত্রী নিয়ে বালতালগামী কনড্রয়টি ভোর ৪টা ২০ মিনিটে রওনা হয় এবং ১৮৮টি গাড়িতে ৫,৩৫৭ জন তীর্থযাত্রী নিয়ে পহেলগামগামী কনড্রয়টি ভোর ৪টা ৫৪ মিনিটে যাত্রা শুরু করে।

প্রশ্নানান মন্দির দর্শন ও পূজার্চনা প্রধানমন্ত্রী ও ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতির



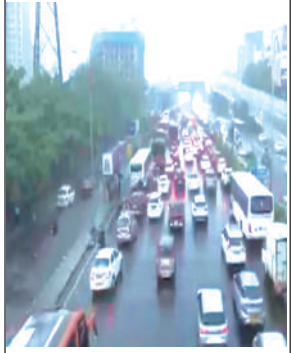
জাকার্তা, ৮ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রবোও সুবিয়ান্তো বুধবার প্রশ্নানান মন্দির পরিদর্শন করেন এবং মন্দিরে পূজার্চনা করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী ও ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি যৌথভাবে ‘প্রশ্নানান মন্দিরের জন্য ভারত-ইন্দোনেশিয়া যৌথ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ’ প্রকল্পের ফলক উন্মোচন করেন।এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা আমার সৌভাগ্য যে, আমি সর্বদা ভগবান শিবের সামিধ্য লাভের সুযোগ পাই। আমার জন্ম হয়েছিল ভাদনগরে, যেখানে হাতকেশ্বর মহাদেব বিরাজমান। সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ হলো প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গ এবং এটি গুজরাটে অবস্থিত এর উন্নয়নের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত। আমার নির্বাচনী এলাকা কাশী (বারাণসী)-তে রয়েছে কাশী বিশ্বনাথ মহাদেব, যার আশীর্বাদ আমি সর্বদা পেয়েছি। কেন্দ্রনাথ বা উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরের পুনর্নির্মাণই হোক কিংবা এখানে আমার আগমন-এই সব ক্ষেত্রেই সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ শুরু করার সুযোগ আমি পেয়েছি। আমি একে পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখানে আমার সফরের আজ তৃতীয় দিন, কিন্তু এখানকার জীবনযাত্রা, কথাবার্তা ও বাতাসে সংস্কৃতির এক সুবাস পাওয়া যাচ্ছে-এমন এক সুবাস যা আমরা ভারতে প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এই সুবাসই আমাদের একে অপরের সঙ্গে যত্নবৃত্ত করে। এখানকার মানুষ যেভাবে এই ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করছেন, তার জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। তাই, ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক এবং এ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনকারী সকল শাসককে আমি এর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এবিভিপি’র সদস্যতা অভিযান কর্মশালা সম্পন্ন, সংগঠন বিস্তারে জোর

ঝাড়গ্রাম, ৮ জুলাই : অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর ঝাড়গ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত সদস্যতা অভিযান সফ্রান্ত এক কর্মশালা মঙ্গলবার গভীর সন্ধ্যায় সম্পন্ন হয়েছে। এই কর্মশালায় সংগঠনের সম্প্রসারণ, সদস্যতা অভিযানকে আরও কার্যকর করা এবং আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ-সংগঠন সম্পাদক সঞ্জয় মল্লিক সদস্যতা অভিযানকে প্রতিটি গ্রামে এবং কলেজে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি কর্মীদের প্রতি অনুরোধ করেন, যেন আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে এই পরিষদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।এই অনুষ্ঠানে মেদিনীপুর ও তরলিগু বিভাগের সংগঠন সম্পাদক সন্দীপ দাস, বিভাগীয় প্রধান সুজিত মুদলি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বিভাগীয় সম্পর্ক প্রধান উত্তম বেজ, বিভাগীয় সংযোজক বাপি দাস, জেলা প্রধান সৌমেন পাল এবং জেলা সংযোজক দেবাশিস মাহাতো সহ বিপুল সংখ্যক কর্মী উপস্থিত ছিলেন।বৈঠকে অভিযানের কৌশল, সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা এবং আগামী কর্মসূচিগুলির রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের কাছে এই অভিযান পৌঁছে দিতে এবং ছাত্রস্বার্থে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে কর্মীদের আহ্বান জানানো হয়।

বুধেও বৃষ্টিম্নাত মুহুই, ভারী বর্ষণে গুজরাটের নানা অংশে বন্যা পরিস্থিতি

মুম্বই ও নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : বুধেও বৃষ্টিম্নাত বাণিজানগরী মুম্বই। টানা বৃষ্টি চলছে মারানগরীতে, প্রবল বর্ষণে জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত। অন্যদিকে, অবিরাম বৃষ্টিতে সুরট, নভসারি-সহ গুজরাটের নানা অংশে বন্যা পরিস্থিতি। রাজধানী দিল্লিতেও বুধবার সকালে তু মূল বৃষ্টি হয়েছে।বুধবার সকালেও মুম্বইজুড়ে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, বিভিন্ন স্থানে জলও জমে গিয়েছে, এর ফলে সমস্যায় পড়েন অধিাসগামী মানুষজন। মুম্বইয়ের কুরলার প্রিয়দর্শিনী এলাকায় ব্যাপক যানজট দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এদিনই মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিসের সঙ্গে কথা বলে মহারাষ্ট্রে ভারী বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেছেন।



কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন অমিত শাহ।ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে দিল্লিতেও, মঙ্গলবারের পর বুধবারও রাজধানীতে ব্যাপক বৃষ্টি হয়। বদরপুর এলাকায় জলমগ্ন হয়ে পড়েছে রাস্তা।

উইস্বলভ ২০২৬ঃঅগার-আলিয়াসিমকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠলেন জোকোভিচ

লন্ডন, ৮ জুলাই : মঙ্গলবার কানাডিয়ান ফেলিস অগার-আলিয়াসিমকে ৭-৬(১০),৩-৬,৬-৩,৬-৭(৪),৭-৬(১০-৪) সেটে হারিয়ে মোভাক জোকোভিচ টানা অষ্টম উইস্বলভড সেমিফাইনালে পৌঁছেছেন। এবার তিনি বর্তমান চ্যাম্পিয়ন জানিক সিনারের মুখোমুখি হবেন।শেষ রাউন্ডে নিজের ১০৬তম জয়ের মাধ্যমে অল ইম্ল্যান্ড ক্লাবে সর্বাধিক ম্যাচ জয়ের রেকর্ডে রজার ফেদেরারকে ছাড়িয়ে যাওয়ার পর, ৩৬ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় টানা আটবার শেষ চারে পৌঁছানো প্রথম



পুরুষ খেলোয়াড় হয়ে আবারও সুইস তারকা’কে ছাপিয়ে যান। উইস্বলভডনের ইতিহাসে দীর্ঘতম, পাঁচ ঘণ্টা পনেনো মিনিটের কোয়ার্টার ফাইনাল পেরিয়ে জোকোভিচ সেমিফাইনালে পৌঁছেছেন বলে জানি।

রাশিফল

মেসঃআজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা ও সুযোগে ভরপুর থাকবে। এটি নিজের উপর মনোযোগ দেওয়া এবং নিজের ইচ্ছাগুলিকে চিহ্নিত করার উপযুক্ত সময়। বিবাহের যোগ হতে পারে। বৃষঃআজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা ও সুযোগের পথ খুলে দেবে। কটোরা পরিগ্রম ও নিষ্ঠার মাধ্যমে অর্জিত সাফল্যের অভিজ্ঞতা আপনাকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে। সংসারে শান্তি হবে। মিথুনঃ খাওয়া এবং পান করার সময়ে সাবধান হোন। অসাবধানতা আপনাকে অসুস্থ করতে পারে। আজ, আপনি অর্থ জমা এবং সঞ্চয় করার দক্ষতা শিখতে পারেন এবং এটিকে সঠিক কাজে লাগাতে পারেন। যাদের সাথে আপনি দ্বন্দ্বাতি সাক্ষা করেন তাদের সাথে যোগাযোগের ভালো দিন।শুভদিন কর্কট রাশি :এমন কোন কাজকর্মে নিযুক্ত হোন যা উৎসাহব্যঞ্জক এবং আপনাকে ভারমুক্ত রাখবে।

সিংহঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। আপনার সংবেদনশীলতা ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আজ আশপাশের মানুষকে মুগ্ধ করবে। নিজের সৃজনশীলতাকে পূর্বোপুরি প্রকাশ করার দুর্দান্ত সুযোগ পাবেন। কন্যাঃহকমীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করা আপনার জন্য লাভজনক হবে। আপনার ডাননা ও পরাশরীর মূল্যায়ন হবে, তাই নিজের মতামত প্রকাশ করতে দ্বিধা করবেন না। ব্যক্তিগত জীবনে পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে কটানো সময় আপনাকে সুখ ও তৃপ্তি দেবে। তুলাঃ আশাবাদী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যাশা পরিচালনা আপনার আশা এবং আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের দ্বার উন্মুক্ত করবে। আপনি যদি কোনও ঋণ নিতে চলেছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তবে আজকের দিনটি আপনার ডানবার। উত্তেজনার মোহাদ বজায় থাকলেও পরিবারের সমর্থন আপনাকে সাহায্য করবে। অর্থ ব্যয় বৃচ্চিকঃ আপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রবেশদ্বার। মন হল জীবনের পূর্ণস্বপ্নার কারণ আমাদের যদি হোক না কেন মনের মাধ্যমেই আসে। এটি জীবনের সমস্যাগুলি সমাধানে সাহায্য করে এবং কাউকে পরাজনীয় কোনভা আলোয় ভূষিত করে। সংসারে শান্তি হতে পারে। ধনুঃ আজকের দিনটি ইতিবাচক শক্তি ও নতুন সম্ভাবনায় ভরপুর থাকবে। আজ আপনি নিজের সৃজনশীলতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে কোনও বিশেষ প্রকল্পে মনোযোগ দিতে পারবেন। মকরঃ আজকের দিনটি নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। আজ আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়েবে, যা আপনাকে আরও স্পষ্টভাবে লক্ষ্যপূর্ব্বের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। সংসারে শান্তি হবে। কুব্জঃ আপনি পরিস্থিতি সামলাবার ফলে আপনার উদ্বেগের সৃষ্টি হবে। মীনঃ আপনার স্বাস্থ্য ভালো করার ব্যতীরে লম্বা পায়চারিতে বেরোন। ব্যাক্ষিঃ কারবার খুব সতর্কতার সাথে সামলাতে হবে। আপনার মন থেকে সমস্যাগুলি দূরে ঠেলে সরিয়ে দিন এবং ঘর ও বন্ধুবান্ধবদের মাঝে আপনার অবস্থান উন্নত করায় মনোনিবেশ করুন। অর্থের ব্যয়।

আবহাওয়া

উত্তরবঙ্গে ফের দুর্ভোগের শঙ্কা! ভারী থেকে অতি ভারী সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের পাহাড় ঘেঁষা জেলাগুলিতে। দক্ষিণবঙ্গে আগামী দুই দিন ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টিপ্ড়াভবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের

তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট মামলায় স্পেশাল অফিসার নিয়ে হাই কোর্টের প্রশ্ন, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সূরত তালুকদারকে নিয়োগের ভাবনা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,৮ জুলাই : তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত মামলায় বুধবার কলকাতা হাই কোর্টে গুরুত্বপূর্ণ শুনানি হয়। শুনানির সময় আদালত জানান, মামলার স্বহ্ধ ও নিরপেক্ষ নিষ্পত্তির স্বার্থে একজন স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। সেই পদে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সূরত তালুকদারের নাম আদালতের

এই অবস্থানকে বিচারপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখার প্রয়াস বলেই মনে করছেন আইনজীবীদের একাংশ।

এই মামলায় কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের হয়ে সওয়াল করছেন আইনজীবী নিষ্পত্তির স্বার্থে একজন স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। সেই পদে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সূরত তালুকদারের নাম আদালতের তরফে প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে এই প্রস্তাবের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও সামনে আসে। কারণ, এই মামলায় তৃণমূলের পক্ষে আইনজীবী হিসেবে লড়ছেন সূরত তালুকদারের পুত্র। সেই কারণেই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য তৃণমূলের আইনজীবীদের কোন জানতে চান, এই নিয়োগ নিয়ে তাদের কোনও আপত্তি বা অসুবিধা রয়েছে কি না। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য শুনানির সময় বলেন, আগের শুনানিতেই আদালত স্পেশাল অফিসার নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সূরত তালুকদারকে দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে যেহেতু তাঁর পুত্র এই মামলায় আইনজীবী হিসেবে যুক্ত রয়েছেন, তাই আদালত চায় সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মতান্তর জেনে তবেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে। আদালতের

কিশোর দত্ত। বিচারপতির প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, এই বিষয়ে তিনি নিজে কোনও মন্তব্য করতে চান না। তাঁর বক্তব্য, এ বিষয়ে দলের হয়ে যা বলার, তা বলবেন সিনিয়র আইনজীবী অভিষেক মনুসিঙ্ঘভি। এরপর বিচারপতি জানান, বৃহস্পতিবার মামলার পরবর্তী শুনানিতে সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পরই স্পেশাল অফিসার নিয়োগের বিষয়ে আদালত সিদ্ধান্ত নেবে। প্রয়োজনে তখন

সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মতামতও আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হবে। এদিন মামলার পূর্ণাঙ্গ শুনানি অবশ্য এগোয়নি। কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতের কাছে শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার

বেশ তাপর্যপূর্ণ। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নির্বাচনে ভরাডুড়ির পর তৃণমূলের সংসদীয় ও পরিষদীয় দলের মধ্যে মতপার্থক্য এবং অভ্যন্তরীণ টানাপড়েনের প্রসঙ্গ সামনে আসে। সেই আবহেই দলের

তৃণমূলের কিছু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও থাকতে পারে বলে তিনি দাবি করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ একআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করে। তদন্ত চলাকালীন পরের দিন সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে তৃণমূলের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ তোলার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অর্থাৎ ওই অ্যাকাউন্ট গুলির ডেবিট লেনদেন সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুলিশের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কালীঘাটপন্থী তৃণমূল কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়। তাদের দাবি, যথাযথ কারণ এবং পর্যাপ্ত প্রমাণ ছাড়াই দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, যা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রেও সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে মামলাটি কলকাতা হাই কোর্টে বিচারাধীন। আদালত একদিকে তদন্তের স্বার্থ বজায়

রাখতে চাইছে, অন্যদিকে সব পক্ষের বক্তব্য শুনে স্বহ্ধ প্রক্রিয়ায় মামলার নিষ্পত্তির দিকেও গুরুত্ব দিচ্ছে। স্পেশাল অফিসার নিয়োগের বিষয়ে আদালতের আগ্রহও সেই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবারের শুনানিতে আদালত কী সিদ্ধান্ত দেয় এবং স্পেশাল অফিসার নিয়োগের বিষয়ে শেষ পর্যন্ত কী নির্দেশ দেয়, সেদিকেই নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহল ও আইন বিশেষজ্ঞদের।

দুটি জনপ্রিয় এক্সপ্রেস ট্রেনে অতিরিক্ত কোচ সংযোজন



কলকাতা, ৮ জুলাইঃ যাত্রীদের সামগ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উন্নত করার লক্ষ্যে জনপ্রিয় এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে অতিরিক্ত কোচ সংযোগনের প্রক্রিয়াটি একটি চলমান উদ্যোগ। এরই ধারাবাহিকতায়,

যাত্রীদের অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান এবং অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ সামাল দেওয়ার লক্ষ্যে রেলওয়ে নিম্নলিখিত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে স্থায়ীভাবে অতিরিক্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও স্লিপার ক্লাসের কোচ সংযোজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ১ আগস্ট, ২০২৬ থেকে আজমির থেকে এবং ২ আগস্ট, ২০২৬ থেকে শিয়ালদহ থেকে ছাত্রের সময় ১২৯৮৮১২৯৮৭ আজমির - শিয়ালদহ - আজমির এক্সপ্রেস ট্রেনে একটি ‘এসি-ফার্স্ট ক্লাস কাম এসি-২ টায়ার’ (AC-First Class cum AC-2 Tier) কোচ সংযোজন করা হবে। এর ফলে ট্রেনটি ২১টির পরিবর্তে ২২টি কোচ নিয়ে চলাচল করবে। ৬ আগস্ট, ২০২৬ থেকে বিকানের থেকে এবং ৭ আগস্ট, ২০২৬ থেকে কলকাতা থেকে ছাত্রর সময় ১২৪৯৫১২৪৯৬ বিকানের-কলকাতা-বিকানের প্রতাপ এক্সপ্রেস ট্রেনে একটি ‘এসি-৩ টায়ার’ এবং একটি ‘স্লিপার ক্লাস’ কোচ সংযোজন করা হবে। এর ফলে ট্রেনটি ২০টির পরিবর্তে ২২টি কোচ নিয়ে চলাচল করবে।

হাওড়া পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ ভাস্কর ভট্টাচার্যের বাড়ি ঘেরাও, বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৮ জুলাই : এবার হাওড়া পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ তথা হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ভাস্কর ভট্টাচার্যের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন বেশ কিছু মানুষ। লিলুয়া থানার অন্তর্গত বেলগাছিয়া এলাকায় মঙ্গলবার ভাস্কর বাবুর বাড়ি ঘেরাও নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ রায় ‘ঘনিষ্ঠ’ বলে পরিচিত ভাস্কর ভট্টাচার্যের বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে এলাকারই কিছু মানুষ বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গত প্রায় ১৫ বছর ধরে তাঁরা বিভিন্নভাবে তোলাবাধি, হুমকি ও হররানির শিকার হয়েছেন। তাঁদের দাবি, এই দীর্ঘদিনের অন্যায়ের বিচার এবং ভাস্কর ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন অজুহাতে টাকা আদায় করা হয়েছে। সেই টাকা ফেরতের দাবিও তোলেন তাঁরা। এক বিক্ষোভকারী পূজা নন্দর বলেন, ‘ভাস্কর বাবু কোনও ভালে ছেলেকে দলে রাখেননি। এলাকার মদ, মাতাল ও গাঁজাখোরদের প্রশ্রয় দিয়েছেন। উনি অনেককে এর আগে হুমকি দিয়েছেন। আমরা ক্রত এর বিচার চাই। নতুবা অনাথায় পনবতীতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে’। আরেক বিক্ষোভকারী মুকুল ঘোষ বলেন, ‘প্রাক্তন কাউন্সিলার ভাস্কর ভট্টাচার্যের অনুগামীরা এখনও ফোন করে বিজেপি কর্মীদের ভয় দেখাচ্ছে। এবং মুখ না খুলতে চাপ দিচ্ছে। গত ৫ বছর ধরে অনেক অত্যাচার করা হয়েছে। বাড়ি ভাঙুর করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ঘরছাড়া করে রাখা হয়েছিল। আমরা এই প্রাক্তন কাউন্সিলরের কঠোর শাস্তি ও বিচার চাই।’

বর্ষায় পাহাড়ে দুর্যোগ মোকাবিলায় বড় উদ্যোগ, সেক্টেব্বর থেকেই দার্জিলিংয়ে মোতায়েন হবে স্থায়ী ৫০ সদস্যের সিভিল ডিফেন্স বাহিনী

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,৮ জুলাই : বর্ষাকালে পাহাড়ি এলাকায় ভূমিস্থ, আকস্মিক বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। আগামী সেক্টেম্ব্বর মাস থেকেই দার্জিলিং পাহাড়ে আধুনিক উদ্ধার সরঞ্জাম-সহ ৫০ সদস্যের একটি স্থায়ী সিভিল ডিফেন্স ইউনিট মোতায়েন করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্ন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে দুধিয়া বেইলি ব্রিজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এই ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, পাহাড়ি অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ক্রত উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যেই এই বিশেষ বাহিনী গঠন করা হচ্ছে। বর্ষাকালে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কাশিয়া–সহ বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় ভূমিস্থ ও রাস্তা পরিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রায়শই ঘটে। ফলে দুর্গত মানুষের কাছে ক্রত পৌঁছানো এবং জরুরি সহায়তা নিশ্চিত করাই হবে এই বাহিনীর প্রধান দায়িত্ব। তিনি বলেন, গত বছরের অক্টোবর মাসে পাহাড়ে সংঘটিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা থেকেই রাজ্য সরকার দুর্যোগ মোকাবিলার পরিকার্যমো আরও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত

নিয়েছে। সেই ঘটনার পর একাধিক উচ্চপদায়ের সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দপ্তরগুলিকে সম্ভাব্য দুর্যোগের পরিস্থিতিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকার



নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য, ভবিষ্যতে যে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে ক্রত ও সক্ষমভাবে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, নতুন এই সিভিল ডিফেন্স ইউনিটের প্রথম পর্যায় প্রাক্তন সেনাকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাঁদের অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ উদ্ধার অভিযানে বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলে সরকারের ধারণা। পরবর্তী পর্যায়ে অগ্নিবীরদেরও এই বাহিনীতে

অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি উন্নতমানের উদ্ধার সরঞ্জাম, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জরুরি পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক প্রযুক্তি সংগ্রহের কাজও

৫০ সদস্যের একটি ইউনিট সাগরদ্বীপে স্থাপন করা হবে। অপরদিকে দার্জিলিং, কালিম্পং ও কাশিয়াংকে কেন্দ্র করে পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য গড়ে তোলা হবে আরও একটি বিশেষ ইউনিট, যা সারা বছর প্রস্তুত থাকবে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই বিশেষ বাহিনী পুলিশ, দমকল এবং রেলতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবে। প্রয়োজন অনুযায়ী উদ্ধার অভিযান, ত্রাণ বিতরণ, দুর্গতদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া এবং জরুরি পরিষেবা পুনরুদ্ধারের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে তারা। সমন্বিত এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর পাশাপাশি দুর্গত মানুষের কাছে ক্রত সরকারি সহায়তা পৌঁছে দেওয়াই রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে পাহাড়ি এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি, প্রশিক্ষিত জনহল এবং বিভিন্ন সংস্থার সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় আরও ক্রত ও কার্যকর উদ্ধার ও ত্রাণ পরিষেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে প্রশাসনের আশা।

অস্ত্র ও কার্তুজ সহ গ্রেফতার এক কুলতলিতে

উজ্জ্বল বিদ্যাপাধ্যায়,কুলতলি, ৮ জুলাই : বিধানসভার নির্বাচনে পালা বদলের পরে একের পর এক ধারাবাহিক সাফল্য উঠে আসছে পুলিশেরাঅপরদ্বীপের খুঁজে ভের করতে তৎপর পুলিশ। ভাঙড়, ক্যানিং, জীবনতলা, জয়নগরের পর কুলতলিতে অস্ত্র উদ্ধার। আবার বডসড সাফল্য পেল বারুইপুর পুলিশ জেলার কুলতলি থানার পুলিশ।অস্ত্র ও কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি কুলতলিতে। কুলতলি থানার আই সি নির্মল দাসের নির্দেশে এস আই সায়েন ভট্টাচার্য ও এস আই গৌতম মন্ডল সহ পুলিশের বিশেষ টিম কুলতলি থানার কেওডাখালির বাড়ি থেকে অস্ত্র ও কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার করে আয়েদ আলি মোহা়া অরফে খুঁটুকে মঙ্গলবার রাতে। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৬০০ ৯ এম পিস্তল,২ রাউন্ড কার্তুজ ও একটি গ্রেনেড। বুধবার ধৃতকে কুলতলি থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন করে।কুলতলি থানার পুলিশ। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তদন্ত কারি পুলিশ অধিকারিক।

উন্নয়ন প্রকল্পে গতি আনতে নবান্নের নতুন নির্দেশিকা, শর্তসাপেক্ষে ৩৩ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ ছাড়ের অনুমতি

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,৮ জুলাই : রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল করে তুলতে নতুন নির্দেশিকা জারি করল নবান্ন। নতুন এই নির্দেশিকা অনুযায়ী, নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ সাপেক্ষে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের সর্বোচ্চ ৩৩ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ ছাড়ের অনুমতি দেওয়া হবে। প্রশাসনের মতে, এই সিদ্ধান্তের ফলে অনুমোদিত প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত শুরু করা এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অনেকটাই সহজ হবে। জানা গিয়েছে, এই অর্থ ছাড় করা হবে ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত চার মাসের ভোট-অন-আ্যাকাউন্টে বরাদ্দ অর্থের সীমার মধ্যে। তবে রাজ্যের সমস্ত প্রকল্প এই সুবিধার আওতায় আসবে না। শুধুমাত্র প্রশাসনিকভাবে অনুমোদিত

প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দপ্তর নির্ধারিত নিয়ম মেনে অর্থ ব্যয়ের অনুমোদন দিতে পারবে। এর ফলে প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে অথবা



প্রশাসনিক জটিলতা কমবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থ ছাড়ের আগে অর্থ দপ্তরের বাজেট শাখার অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৫তম ও ১৬তম অর্থ কমিশনের আওতাবীন প্রকল্প, কেন্দ্রীয় সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্প, কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষক প্রকল্প এবং কেন্দ্রীয় সেক্টর প্রকল্প। অর্থাৎ এই ধরনের প্রকল্পে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে

অতিরিক্ত প্রশাসনিক অনুমোদনের নিয়ম বহাল থাকছে। এছাড়াও রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড বা আরআইডিএফ-এর আওতাধীন রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রেও একই নীতি কার্যকর হবে। এসব প্রকল্পেও বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের সর্বোচ্চ ৩৩ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ ছাড় করা যাবে, তবে তা নির্ধারিত শর্ত মেনেই করতে হবে। নতুন নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, যে কোনও প্রকল্পে অর্থ ছাারে আগে সেটির প্রশাসনিক অনুমোদন থাকা আবশ্যিক। পাশাপাশি বরাদ্দ করা অর্থের সীমার মধ্যেই সমস্ত ব্যয় সম্পন্ন করতে হবে। অর্থাৎ অতিরিক্ত ব্যয় বা অনুমোদনের বাইরে কোনও আর্থিক দায় গ্রহণ করা যাবে না। প্রশাসনিক মহলের মতে, এই পদক্ষেপ একদিকে যেমন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের গতি বাাবে, অন্যদিকে সরকারি অর্থ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও আর্থিক শৃঙ্খলাও বজায় রাখতে সহায়্য করবে।

সোদপুরে রক্তাক্ত প্রেমের পরিণতি, প্রেমিকাকে ছুরিকাঘাতে খুনের অভিযোগ আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব সংবাদদাতা,সোদপুর,৮ জুলাই : উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরে বুধবার সকালে ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর এবং মর্মান্তিক ঘটনা। প্রকাশ্য রাস্তায় এক মহিলাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিকবার আঘাত করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর পরিচিত এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম অবস্থায় দু’জনকেই উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকেরা মহিলাকে মৃত ঘোষণা করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং কী কারণে এই হামলা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম গীতা দাস। তাঁর বয়স প্রায় ৪০ বছর। অভিযুক্ত ব্যক্তি সুভাষ দাস, বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, দু’জনের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। বুধবার সকালে সোদপুরের ফিউচার গেট এলাকার সামনে তাঁদের মধ্যে কথাবার্তার এক পর্যায়ে আচমকাই

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, সেই সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে গীতা দাসের উপর হামলা চালান সুভাষ দাস। একাধিক আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন ওই মহিলা। প্রকাশ্য রাস্তায় এই নৃশংস হামলার ঘটনা দেখে স্থানীয় মানুষ ছুটে আসেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কয়েকজন যুবক হামলা থামানোর চেষ্টা করলে অভিযুক্ত তাঁদের দিকেও তেড়ে যান। পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে যখন মহিলার উপর হামলার পরে অভিযুক্ত নিজেকেও একই অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন বলে অভিযোগ। অল্প সময়ের মধ্যেই দু’জনই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। স্থানীয়দের সহায়তায় আহত দু’জনকে দ্রুত সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা গীতা দাসকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্যদিকে গুরুতর জখম অবস্থায় সুভাষ দাসের চিকিৎসা চলছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্কের

বারুইপুরে অশান্তির ঘটনায় পুলিশের কড়া পদক্ষেপ, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট ও হামলার অভিযোগে গ্রেপ্তার ২০

নিজস্ব সংবাদদাতা,বারুইপুর,৮ জুলাই : বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়া অশান্তির জেরে শুরু হয়েছে পুলিশের কড়া পদক্ষেপ। সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, রাষ্ট্রা অবরোধ, রেল চলাচলে বাধা সৃষ্টি এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে হামলার অভিযোগে ২০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার সকালে ধৃতদের বারুইপুর আদালতে তোলা হয়। আদালত চত্বরে যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, তার জন্য সকাল থেকেই মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। গোটা এলাকা ঘিরে রাখা হয় কড়া নিরাপত্তার বলয়ে। নাবালিকা ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েক দিন ধরেই উত্তপ্ত ছিল বারুইপুর। ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভকারীরা রাস্তা অবরোধ করেন, রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত করার অভিযোগ ওঠে এবং সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের ঘটনাও সামনে আসে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে ব্যাপক তৎপরতা চালাতে হয়। এই ঘটনার পর মঙ্গলবার বারুইপুর মহকুমা পুলিশ ইন্সপেক্টর ক্যা এখন প্রতিদিনের লড়াই দেন,

আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া বা অশান্তি সৃষ্টির সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের কাউকেই রোয়াত করা হবে না। সেই বক্তব্যের মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশের অভিযানে ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিন আদালতে তোলা ধৃতদের দাবি, তাঁরা কোনওভাবেই ভাঙচুর, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট বা পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় জড়িত নন। তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে বলে পরিবারের সদস্যদেরও অভিযোগ। ধৃতদের আত্মীয়-পরিজনদেরা সকাল থেকেই আদালত চত্বরে উপস্থিত ছিলেন এবং মামলার অগ্রগতির দিকে নজর রাখছিলেন। সম্ভাব্য উত্তেজনার আশঙ্কায় আদালত চত্বরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয় এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়। এদিকে বারুইপুরের এই ঘটনা ইতিপর্বেই নতুন মোড় নিয়েছে। নাবালিকা ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের এনকাউন্টারে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে শূঙ্ক হচ্ছে নতুন বিতর্ক। এই ঘটনার পর বারুইপুর মহকুমা পুলিশ ইন্সপেক্টর ক্যা এখন প্রতিদিনের লড়াই দেন,

লিলুয়া ভট্টনগরে স্থানীয় বাসিন্দারা জলবন্দী

মলয় সূর : মানুষের দুর্ভোগ যেন শেষ হওয়ার নামই নিচ্ছে না, প্রায় দু’মাস ধরে জলবন্দী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন লিলুয়া ভট্টনগরে বাসিন্দারা। হাটের উপরে জমে থাকা মোরাল জল পেরিয়েই প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছে। কোথাও জোয় চড়ে, কোথাও জল ঠেলে অফিস, স্কুল কিংবা বাজারে যেতে হচ্ছে। সবচেয়ে বড় সম্ভট দেখা দিয়েছে শুদ্ধ

পানীয় জল নিয়ে। জমা জলের জন্যে এলাকার আশেপাশে পান্ডুতলি ডুবে রয়েছে। ছোট ছোট পন্থায়দের স্কুলে যেতে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।রাতেও অন্ধকারে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। বিদ্যুৎ চলে গেলে বা আলো কটা থাকলে জলমগ্ন রাস্তায় চলাফেরা করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। অর্থাৎ স্থানীয়দের দাবি, জরুরি প্রয়োজনে অ্যান্দ্য়ালপ ও অনেক সময়ে এলাকার

সীমান্বক্ত থাকে। বর্তমানে এলাকার আশেপাশে রাস্তা হাট্ জলে ডুবে রয়েছে। ছোট ছোট পন্থায়দের স্কুলে যেতে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।রাতেও অন্ধকারে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। বিদ্যুৎ চলে গেলে বা আলো কটা থাকলে জলমগ্ন রাস্তায় চলাফেরা করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। অর্থাৎ স্থানীয়দের দাবি, জরুরি প্রয়োজনে অ্যান্দ্য়ালপ ও অনেক সময়ে এলাকার

দুকতে পারে না। ফলে, অসুস্থ বা বয়স্ক মানুষদের নিয়ে চরম উকঠায় থাকতে হয় পরিবারের সদস্যদের। এখানে বাড়ি থেকে বেরোতে গেলেই জল পেরোতে হয়, কিন্তু সমস্যার স্থায়ী সমাধান এখন ও হয়নি। এক বাসিন্দা পূর্ণিমা মণ্ডল বলেন, ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে খুব কষ্টে দিন কাটছে। বাজারে যাওয়া থেকে শুরু করে

নিতাপ্রয়োজনীয় জিনিস আনা সবই কঠিন হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে জল জমে থাকার ফলে মশার উপদ্রবও বেড়েছে, ডেঙ্গি ও অন্যান্য জলবাহিত রোগের আশঙ্কায় আতঙ্কিত তাঁরা। তাঁদের একটাই আবেদন ক্রত জলমাকিষি পরিষদের উন্নতি করে একে একটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হোক। তবে আশ্রুসে আর ভরসা রাখতে রাজি নন অনেক বাসিন্দা। বৃহৎ বছর ধরে একই কথা শুনে আসছেন তাঁরা, এবার ক্রত সমাধানই চান আমতলার মানুষবা।

প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা থাকলেও শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে গাফিলতির সুযোগ নেই

ইনস্টাগ্রামের বিজ্ঞাপনে শিশু যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত অবৈধ কনটেন্টের অভিযোগ, মেটাকে নোটিস কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : ইনস্টাগ্রামের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে শিশু যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত অবৈধ কনটেট প্রচার বা সেই ধরনের কনটেন্টে প্রবেশের সুযোগ দিচ্ছে হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠার পর মেটা-কে কড়া নোটিস পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছে কেন্দ্র। ডিজিটাল মাধ্যমে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং প্রযুক্তি সংস্থাগুলির জবাবদিহি বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকার আরও কঠোর অবস্থান নিচ্ছে বলেই এই পদক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সরকারি সূত্রের খবর, ইনস্টাগ্রামের বিজ্ঞাপন ব্যবস্থার মাধ্যমে আপত্তিকর ও বেআইনি কনটেণ্ট কীভাবে প্রকাশিত বা ছড়িয়ে পড়ল, সে বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে মেটার কাছে। পাশাপাশি সংস্থার কনটেস্ট মডারেশন ব্যবস্থা, বিজ্ঞাপন যাচাইয়ের প্রক্রিয়া, অ্যালগরিদমিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কনটেণ্ট শনাক্ত ও প্রতিরোধে কী ধরনের প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, সে সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে। শিশু যৌন নির্বাতন সংক্রান্ত কনটেস্ট ভারতীয় আইন এবং আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমন কনটেস্ট তৈরি, প্রচার, সংরক্ষণ বা ভাগ করে নেওয়া গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ইতিমধ্যেই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে শিশুদের যৌন শোষণ রূপেত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং প্রযুক্তি

সংস্থাগুলির ওপর বেআইনি কনটেস্ট দ্রুত শনাক্ত, অপসারণ ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাকে জানানো বাধ্যতামূলক করার ওপর জোর দিয়েছে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, ভারতে কার্যরত ডিজিটাল প্র্যাটফর্মগুলিকে এমন শক্তিশালী নিরাপত্তা



ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে কোনওভাবেই শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক বা বেআইনি কনটেস্ট প্রকাশ বা প্রচারিত না হতে পারে। নোটিসে জানতে চাওয়া হয়েছে, ইনস্টাগ্রামের বিজ্ঞাপন ব্যবস্থায় থর্পাও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কি না এবং স্য়াক্রিয় কিবা মানব-পর্যায়ের পর্যালোচনায় কোনও ত্রুটির কারণেই অভিযোগ ওঠা কনটেস্ট প্রকাশিত হয়েছিল কি না।

তদন্তাধীন নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপনগুলির বিবরণ এখনও প্রকাশ করা হয়নি। তবে অভিযোগের গুরুত্ব এবং ভারতে ইনস্টাগ্রামের বিপুল ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিবেচনায় বিষয়টি জাতীয় স্তরে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বর্তমানে কোটি কোটি মানুষ সামাজিক যোগাযোগ, শিক্ষা, বিনোদন, ব্যবসা ও তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করেন। ফলে এই ধরনের প্ল্যাটফর্মে নিরাপদ কনটেস্ট পরিবেশ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে সরকার। সরকার স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, ভারতে পরিচালিত সমস্ত প্রযুক্তি সংস্থাকে তথ্যপ্রযুক্তি আইন, মধ্যস্থতাকারী সংক্রান্ত বিধি এবং শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত আইনি বাধ্যবাধকতা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। মেটার কাছে দ্রুত জবাব চেয়ে কেন্দ্র জানতে চেয়েছে, এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থা কী ধরনের তাক্ষণিক পদক্ষেপ নিয়েছে এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের ঘটনা রূপতে দীর্ঘমেয়াদি কী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। অন্যদিকে, মেটা অতীতেও বারবার জানিয়েছে যে শিশুদের যৌন শোষণ সংক্রান্ত কনটেস্টের বিরুদ্ধে তাদের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি রয়েছে। সংস্থার দাবি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বয়ংক্রিয় শনাক্তকরণ প্রযুক্তি, বিশেষজ্ঞ মানব পর্যবেক্ষক এবং আন্তর্জাতিক শিশু সুরক্ষা সংস্থা ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতায় তারা নিয়মিতভাবে এই ধরনের বেআইনি কনটেস্ট শনাক্ত ও অপসারণ করে থাকে।

২,০০০ টাকার একটি স্ফুলিঙ্গ, একটি ভেস্তে যাওয়া সফর

কলকাতা, ৮ জুলাইঃ কল্পনা করুন, আপনি একটি দ্রুতগামী এক্সপ্রেস ট্রেনে চড়ে জানালার বাইরে দিয়ে অন্ধকার দৃশ্যপট পেরিয়ে যেতে দেখছেন। আপনি আপনার পত্রিবাহরের সাথে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ছুটিতে বাছোন এবং সবাই গভীর ঘুমে মগ্ন। একটি তৃপ্তিদায়ক রাবের খাবারের পর, আপনার হঠাৎ একটি তীব্র ইচ্ছা হলো-আপনি একটি সিগারেট খেতে চান। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সময় প্রায় রাত ১টা। আপনি নিজেকে বোঝালেন যে কেউই তা জানতে পারবে না, কারণ পুরো কোচই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘোষারুমে পা রেখে আপনি একটি সিগারেট বের করলেন এবং লাইটারটি জ্বালালেন। কিন্তু সিগারেটের ডগাটি কিন্তু ওঠার মুহূর্তেই আপনার চারপাশের চেনা জগত। ওলটপালট হয়ে গেল। হঠাৎ করেই, এক বিকট শব্দে ট্রেনটি ব্রেক কয়ে থমকে দাঁড়াল। শান্ত কোচগুলোর মধ্য দিয়ে একটি

ধূমপান করা কেবল একটি খারাপ অভ্যাসই নয় এটি সরাসরি বিপর্ষয়কে আমন্ত্রণ জানানো। একটি ট্রেন হলো একটি দ্রুত চলমান, আবদ্ধ পরিবেশ। ফেলে দেওয়া সিগারেটের টুকরো থেকে একটি সাধারণ স্ফুলিঙ্গও দ্রুত একটি পুরো কোচকে বিক্ষৎসী আগুনে গ্রাস করতে পারে, যা জরুরি প্রস্থানের পথগুলোকে অবরুদ্ধ করে এবং শত শত নিরীহ যাত্রীকে বিযাক্ত ধোঁয়ায় শ্বাসরোধ করতে পারে। ইতিহাস এমন সব মর্মান্তিক উদাহরণে পূর্ণ, যেখানে ছোটগাটো স্ফুলিঙ্গ প্রলয়ঙ্কারী অগ্নিকাণ্ডে রূপ নিয়ে কেড়ে নিয়েছে নিরীহ প্রাণ। এই বিপদকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে, পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেওঙ্করের সক্রিয় নেতৃত্বে পুরো জোন্ জুড়ে একটি ব্যাপক নিরাপত্তা অভিযান চালানো হচ্ছে। প্রতিটি যাত্রী যাতে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছাতে পারেন তা নিশ্চিত করতে পূর্ব রেল ধূমপানের বিরুদ্ধে একটি জিরো-

টলারেন্স (শূন্য সহনশীলতা) নীতি গ্রহণ করেছে। ট্রেনের টয়লেট এবং কোচগুলোর ভেতরে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে উন্নত স্য়াক্রিয় স্মোক ডিটেক্টর স্থাপিত করা হচ্ছে। একই সাথে, সিসিটিভি ক্যামেরার একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক এবং চব্বিশ ঘণ্টা সতর্ক আরপিএফ টহল দল স্টেশন ও রেলওয়ে প্রাঙ্গণ পর্যবেক্ষণ করছে যাতে আইন লঙ্ঘনকারীদের হাতেনাতে ধরা যায়। এর আইনি পরিসীম তত্ত্বস্ত কঠোর এবং বায়বহল। রেলওয়ে আইন, ১৯৮৯-এর ১৬৭ ধারা অনুযায়ী, ট্রেনে বা রেলওয়ে প্রাঙ্গণে ধূমপান করার সময় কেউ ধরা পড়লে তাকে কঠোর আইনি ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে ২,০০০ টাকা পর্যন্ত চড়া আর্থিক জরিমানা, তৎক্ষণা কামরা থেকে বের করে দেওয়া এবং তাদের ভ্রমণের টিকিট বা পাস বাজেয়াপ্ত করা। এই চড়া জরিমানা এবং নষ্ট হওয়া ভ্রমণ পরিকল্পনার বাইরেও, আইন

প্রভাস,মরেছে

ভালো হয়েছে,মত মৃতের স্ত্রী ও মায়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা,বারুইপুর , ৮ জুলাই : সারাদিন নেশায় চুর থাকত,এই ধরনের কাজের পরে মরেছে ভালো হয়েছে বলে জানানেন মৃত প্রভাসের স্ত্রী। বারুইপুর কাণ্ডে পুলিশের গুলিতে নিহত অন্যতম অভিজুত প্রভাস মণ্ডল। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য মঙ্গলবার রাতে তাকে সূর্যপুরে অকুস্থলে নিয়ে গিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। অভিযোগ, সেই সময়ে তিনি বিশেষ তদন্তকারী দলের (সিট) এক সদস্যের হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেয়। এক বাড়ন্ত গুলিও চালায় সোআদ্রস্বক্ষার্ণে পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। তাতেই নিহত হয় প্রভাস। বুধবার সকালে সেই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরেই কার্যত স্তব্ধিত বারুইপুরের প্রভাসের প্রতিবেশী সহ প্রভাসের স্ত্রী ও মাতৃনীয় স্ত্রে খবর,মূলত অনুরাণ বাড়িতে রান্নার কাজ করতো প্রভাস। তার মা সন্ধ্যা মণ্ডল এবং স্ত্রী পরিচারিকার কাজ করেন। বছর যোয়োর এক ছেলোও রয়েছে প্রভাসের। বারুইপুরে নাবালিকে ধর্ষণ যুনের ঘটনায় সে শ্রেণ্তার হওয়ার পরেই ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যান তার স্ত্রী।

NAME CHANGE
I, Md Marsad Ali (Old Name) S/O- As-Akhtar Ali resident of Vill & Po-Barua , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Md Marsad Ali to Marsad Ali and henceforth I shall be known as Marsad Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 08/07/2026. My name Marsad Ali & Md Marsad Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Aswini Sarkar (Old Name) S/O- Brajabasi Sarkar resident of Dhubulia, Dhubulia Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741139 do hereby declared that I have changed my name from Aswini Sarkar to Ashwini Kumar Sarkar and henceforth I shall be known as Ashwini Kumar Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 08/07/2026. My name Ashwini Kumar Sarkar & Aswini Sarkar both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Namita Bibi (Old Name) W/O- Md Aksad Shaikh resident of Vill-Nilam-barpara , Po & Ps-Sagapara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742306 do hereby declared that I have changed my name from Namita Bibi to Namita Khatun and henceforth I shall be known as Namita Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 08/07/2026. My name Namita Khatun & Namita Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sukchad Sk (Old Name) S/O- Rustam Sk resident of Vill-Hatpara , Po-Hazarpur Nabagaran , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Sukchad Sk to Sukchand Sk and henceforth I shall be known as Sukchand Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 08/07/2026. My name Sukchand Sk & Sukchad Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Jeam Ali Sheahk, S/O- Jamshed Ali Sheahk, date of birth 18/12/1974, residing at Vill-Basaban, PO-Chowrigacha, PS-Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742405, West Bengal, do hereby declared that , That my name Jeam Ali Sheahk, S/O- Jamshed Ali Sheahk as recorded in my voter Card No-W0CB2160685 & my Aadhar Card No- 9014- 9806-9144. That my name Ziyam Ali Sekh, S/O- Jamshed Ali as recorded in my vehicle Registration book vide Regd No. WB 59 V 8364 in place of my actual name is Jeam Ali Sheahk, S/O- Jamshed Ali Sheahk. My name is Jeam Ali Sheahk & Ziyam Ali Sekh and my father's name Jamshed Ali Sheahk and Jamshed Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Amal Kumar Sarkar, S/O - Late Raghunath Sarkar, a permanent resident of Vill. Abail, P.O. Batun, P.S. Kumarganj, Dist. Dakshin Dinajpur, Pin - 733133, do hereby declare that in my son's Rahul Sarkar Passport my name is wrongly written as Amal Sarkar but my actual name is Amal Kumar Sarkar. I shall be known as Papiya Roy in all purpose, vide Affidavit no. 26 sworn before the Notary Public at Balurghat, Dakshin Dinajpur on 07/07/2026. Amal Sarkar and Amal Kumar Sarkar both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Haider Rashid allies Md. Haider Roshid Molla, S/o Harun Al Rashid, residing at Vill Raipur, P.O. Sohai Kumarpur, P.S. Daganga, Dist North 24 Pgs shall henceforth be known as Haider Rashid, Md. Haider Al Rashid Molla as declared before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat vide affidavit No. 14346 on 3/7/2026. Now Haider Rashid, Md. Haider Roshid Molla and Haider Rashid S/o Harun Al Rashid Molla, Harun Al Roshid & Harun Al Rashid both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, 'Partha Lawrence Naha', S/o Lt. Jagadish Chandra Naha Vill. Khalia (Madhya), P.O.- Chammali, P.S. Liluah, Dist-Howrah-711114 unfortunately my name wrongly recorded as 'Partha Pratim Naha' and 'Parha Pratim Naha' in my Aadhar Card and Voter ID card in place of my actual name is 'Partha Lawrence Naha'. I have recognized as 'Partha Lawrence Naha', 'Partha Pratim Naha, Parha Pratim Naha' all are same and identical person. i.e me by vide Affidavit No. 7793/26. 12/06/2026.

NAME CHANGE
I, Abubakkar (old name) S/o-Sukthchand Sekh residing at Ram-jangpur , Saheb nagar , Jalangi, Dist-Murshidabad , Pin-742306 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ABUBAKKAR to ABU BAKAR SEKH and henceforth I shall be known as ABU BAKAR SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 08/07/2026. ABUBAKKAR (old name) and ABU BAKAR SEKH (new name)both are same and one identical person.

NAM পরিবর্তন
যমি Mritunjay Karmakar, S/O Manik Karmakar রেলগাড়ি কবি চন্ডিসন স্টেড, রামপুরহাট, ৭৩১২৪৯, বীরভূমে বালিশ। আমরা আসল নাম Mritunjay Karmakar, S/O Manik Karmakar, যা আমরা ৬ জুলাই কার্টে লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু আমরা গভির প্রেসিটুশন সার্টিফিকেট (WB-46 7384) আমরা নাম Mritunjay Karmakar, S/O Manik Karmakar আসলে ২৩.০৬.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এরকিউজিৎ মাল্টিস্ট্রেট কোর্টে ২২২৬ নম্বর এরকিউজিৎ হল শোষণ করছি। Manik Karmakar and Manik Kumar Karmakar এক এবং অভিন্ন বাড়ি।

NAME CHANGE
I, SwAPNA RANI PAUL (Old Name) W/O- Sukumar Paul resident of Vill-Chikini, Po-Dighai, PS-Gopalinagar, Dist-West Bengal, do hereby declared that I have changed my name from SWAPNA RANI PAUL to SWANA PAUL and henceforth I shall be known as SWAPNA PAUL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated on 02/07/2026. My name SWAPNA RANI PAUL & SWAPNA PAUL both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Bhola Mandal (Old Name) S/O-Debu Mandal resident of Vill-Mostafapur, P.O-Malidhat, PS-Bagwah, Dist-North 24 Parganas, PIN-743232 West Bengal, do hereby declared that we have changed my name from Bhola Mandal to Bhola Mandal and henceforth I shall be known as Bhola Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. A.C.J.M 1st Class at Bongaon, North 24 Parganas dated on 02/01/2026. My name Bhola Mandal and Bhola Mandal both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Rupa Mandal (Old Name) W/O-Laitu Mandal resident of Vill. & PO-Paharhati, PS-Memari, Dist-Purba Bardhaman, PIN-731416 West Bengal, do hereby declared that I have changed my name from Rupa Mandal to Rumpa Mandal and henceforth I shall be known as Rumpa Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Purba Bardhaman dated on 15/06/2026. My name Rupa Mandal and Rumpa Mandal both are same and one identical person.

AFFIDAVIT
I, Apurba Das S/O-Ajoy Das resident of Vill. & PO-Dakshin Chandranagar, PS-Namkhana, Dist-South 24 Parganas West Bengal, do hereby declared my actual date of birth 03/02/1985 instead of 17/05/1990, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kakdwip, South 24 Parganas dated on 07/07/2026.

ষড়যন্ত্র তত্ত্ব খারিজ

....১ পাতার পর মগধ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার। ফলে সরকার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে নিজের মতো কাজ করবে। তবে একই সঙ্গে মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি এবং দলের সংকল্প পত্রে উল্লেখিত বিষয়গুলি পূরণ করতে এই সরকার সবসময় সচেষ্ট থাকবে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেন। বারুইপুর কাণ্ডে পুলিশের হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টাকালে এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে অন্যতম প্রধান অভিজুত প্রভাস মণ্ডলের। তৃণমূল বলছে প্রধান অভিজুতকে আড়াল করার জন্যই এই এনকাউন্টার করা হল। সেই প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, তৃণমূলের বর্তমানের কোনও প্রত্যাযোগ্যতা বা বিশ্লেষণযোগ্যতা আজ জন্মানসে নেই। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে মানুষ তাদের অপশাসন দেখেছে। প্রধান অভিজুতকে আড়াল করার যে অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেস তুলেছে, তাকে সম্পূর্ণ নস্যাত করে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, “গণতন্ত্রে যে কেউ নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু মানুষ তৃণমূলকে ভাল করেই চেনে। তারা কাপদুনি থেকে শুরু করে নদীয়ার ঘটনা, সবই দেখেছেন। তৃণমূল এখন কার্যত রাজনৈতিকভাবে নির্মূল। তাই তাদের এই ধরনের মনগড়া অভিযোগ সমাজ কোনওভাবেই গ্রহণ করবে না।” অন্যদিকে, এই ঘটনায় তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব খারিজ পেয়েছেন প্রবীণ বাম নেতা তথা অহিনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। তার এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে শমীক ভট্টাচার্য তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, “বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রতি আমার সমস্ত শ্রদ্ধা বজায় রেখেই বলছি, এই সমস্ত বিষয়ে উনি যত কাম কথা বলেন, ততই ওনার নিজের এবং ওনার দলের পক্ষে উদ্ভিদ না।” এই নিয়েই বলতে গিয়ে সুপেক্ষ মজুমদার বলেছেন, “পুলিশের দিকে গুলি ছুড়লে, পুলিশ তো আর জয়নগরের মোয়া ছুড়বে না। গুলিই ছুড়বে। তাতেই ঘটনা ঘটেছে হয়তা।”

৫০ হাজার সাফাই কর্মীর হাতে ‘স্বচ্ছ কবচ’

....১ পাতার পর মাধ্যমে সবুজায়নকে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মনোহর লাল খাটোরের উপস্থিতিতে ‘স্বচ্ছ অ্যাক্ট’-এর উন্মোচন করা হয়েছে। মুখামন্ত্রী জানান, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর মাত্র দেড় মাস সময় পেলেও অগ্রিমিতা পাল ও উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের নেতৃত্বে এই দফতর উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি স্বচ্ছতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই জনমুখী ও পরিবেশবান্ধব দফতরকে আরও গতিশীল করতে মুখামন্ত্রীর দফতর, অর্থ দফতর ও রাজ্য ক্যান্টিনেট সব ধরনের সহযোগিতা করবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। গত ৫ ব্হু বিশ্ব পরিবেশ দিবসে শুরু হওয়া ‘মায়ের নামে একটি গাছ’ কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে মুখামন্ত্রী বড়সড় পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি বলেন, এই চলতি বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যজুড়ে মোট ৭ কোটি গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। গাছ লাগানো এবং ছবি তোলার মধ্যেই যাতে দায়িত্ব শেষ না হয়ে যায়, তা নিশ্চিত করতে পরবর্তী দুই বছর এই গাছগুলির সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করবে রাজ্য সরকার। অন্যদিকে পাথড়ের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে, মাত্র ২০ দিনের রেকর্ড সময়ে পুনর্নির্মিত দার্জিলিংয়ের দুধিয়া বেইলি ব্রিজটি ভাঙায়াল মাধ্যমে এদিন উদ্বোধন করলেন মুখামন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, পাথড়ের মানুষের সার্বিক উন্নয়ন, নিরাপত্তা এবং অন্তর্ভুক্তিকর্ম বিকাশই বর্তমান রাজ্য সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার। এই জরুরি পরিস্থিতিটি গড়ে তোলার জন্য তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনী (ক্রিশান্তি কোর), পিডব্লিউডি এবং জেলা প্রশাসনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

ডিজে মামলায় অভিষেককে তৃতীয় নোটিস

....১ পাতার পর কারণেই অভিষেকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের আর্জি জানানো হয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার চলাকালীনে এক জনসভা থেকে বিরোধীদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন মঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেছিলেন, “আমি দেখব, ৪ তারিখ তার ১২টার পরে কে বাঁচতে আসে। এই জল্পাদানের কত ক্ষমতা আছে, আর দিল্লি থেকে কোন বাবু তাদের উদ্ধার করে আসে, সেটাও দেখব। ডিজে তো বাজবেই, এমন জোরে বাজবে, কান ঝালাপালা করে দেব।” তৃণমূল সাংসদের এই মন্তব্যকে অত্যন্ত উস্কানিমূলক ও আপত্তিকর দাবি করে বাণ্ডইআটির এক স্থানীয় বাসিন্দা এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে বিধাননগর সাহিবরা ক্রাইম থানায় একটি একসাইআর দায়ের করেন। এই মামলাতেই ক্রমশ চাপ বাড়ছে অভিষেকের।

হাওড়ার সাঁকরাইলে

নদীবাঁধের পাড় সংস্কারের কাজে মাপজোক শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৮ জুলাই : বিশ্বায়নের পরিদর্শনের পরদিনেই হাওড়ার সাঁকরাইলে রেলের ঝোঁহাট হাটগাছায় গঙ্গার নদীবাঁধের পাড় সংস্কারের কাজে মাপজোক শুরু সেচ দপ্তরের। বর্ষার মরমে গঙ্গার নদীবাঁধের পাড় ভাঙার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় আতঙ্কে দিন কাটিচ্ছিলেন হাওড়ার সাঁকরাইলে রেলের ঝোড়হাট গ্রাম পঞ্চায়েতের হাটগাছার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে নদীবাঁধের বেহাল অবস্থা খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন দক্ষিণ হাওড়ার বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী। অভিযোগ, মহিষধারা খাল যেখানে গঙ্গানদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সেই সংলগ্ন এলাকায় নদীবাঁধের ভিতরের অংশে ব্যাপক ক্ষয় দেখা দিয়েছে। ফলে বাঁধের স্থায়িত্ব নিয়ে সশঙ্ক দেখা দিয়েছে। বর্ষাকাল এবং আসন্ন বড় কেটাতরের সময় গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধি পেলে পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে বলেও আশঙ্কা রয়েছে। এই নিয়ে এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ না নিলে বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হতে পারে। এতে কয়েক হাজার মানুষের জীবন ও সম্পত্তি ক্ষতির মুখে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই প্রশাসনের কাছে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানান তাঁরা। বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী মঙ্গলবার স্থানীয়দের অভিযোগ লিখিত আকারে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি আশ্বাস দেন, অভিযোগ হাতে পেলেই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে আনা হবে এবং প্রয়োজনে বিধানসভায় উত্থাপন করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করা হবে। এদিকে, বুধবার এই বিষয়ে বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী বলেন, মঙ্গলবার ওই এলাকা পরিদর্শনের পর বুধবারই সেখানে সেচ দপ্তরের তরফ থেকে সম্পূর্ণ মাপজোক করা হয়েছে। এবং খুব শীঘ্রই কাজ শুরু করার আশ্বাস তাঁরা দিয়েছেন।

বারুইপুরে এনকাউন্টার

....১ পাতার পর পুলিশ হেফাজতে। এদিকে, তদন্তের মাঝেই মুখামন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অপরাধীদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ কঠোর পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছিলেন। বিজেপির প্রতিনিধি দল নির্বাচিত্তার পরিবারকে আশ্বস্তও করে মঙ্গলবার। বারুইপুর গিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলেন মুখামন্ত্রী। ডিজিপিকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তদন্তে অগ্রগতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি স্পষ্ট করা হল, তদন্তে পুলিশের কোনও গাফিলতি ধরা পড়লে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুনর্নির্মাণের সময় ঘটে এই এনকাউন্টার। ধর্ষণের ঘটনা সামনে আসার পর রবিবার একজনকে তুলে বারুইপুরের ওই এলাকার উত্তেজিত জনতা মারধর করতে শুরু করে। গণগুণিনিবে মৃত্যু হয় যুগ্মের। পরে অভিযোগ ওঠে, এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। মঙ্গলবার তাঁর পরিবারের সঙ্গেও বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন শুভেন্দু। বৈঠক শেষে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ধৃত মূল অপরাধীদের পাশাপাশি আইন হাতে তুলে নিয়ে যারা সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করেছে এবং পিছন থেকে উস্কানি দিয়েছে, তাদের প্রত্যেককে চিহ্নিত করে কঠোর শিক্ষা দেওয়া হবে।

আপনাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না

....১ পাতার পর ঘটনায় অন্যতম অভিজুত প্রভাস মণ্ডল পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে। ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময়ে পুলিশের অন্ত্র ছিনিয়ে গুলি চালায় সে, পাল্টা পুলিশের গুলিতে মারা যায় প্রভাস। সেই ঘটনায় এনকাউন্টার নিয়ে প্রশ্ন তুলে সবর হয়েছে তৃণমূল। ‘মাফ্য যা চেয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে সেটাই হচ্ছে’, বারুইপুরের এনকাউন্টার প্রসঙ্গে মন্তব্য বাঁকুডার শালভোড়ার বিধায়ক চন্দনা বাড়ির। তিনি বলেন, “পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এই প্রথম এনকাউন্টার। সকালে জমা বিকালে খরচ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেবল।” তিনি জানান, এই ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে মুখামন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, নিজেও গিয়েছেন। বিচার দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন। তৃণমূল আসলে এই পদক্ষেপ করা হতো না বলে তাঁর অভিযোগ। বারুইপুরের এনকাউন্টারের পরে ‘অপরাধীরা মহিলাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার আগে ১০ বার ভাববে’, দাবি শালভোড়ার বিধায়কের।

‘পালাতে পারো কিন্তু লুকতে পারবে না’

....১ পাতার পর পারবে না! সোপিয়ানে পুলিশের রাষ্ট্রীয় রহিফেলস ও সিআরপিএফের ভারতীয় আনমন এক লন্ডর জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, দীর্ঘক্ষণ এনকাউন্টার চলার পর নিকেশ করা হয় ওই জঙ্গিকে। আগেই জঙ্গিরে পালানোর সব পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। নিহত জঙ্গির দেহ দক্ষিণ কাশ্মীরের সিংদেপোরা এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে বেশ

ইরান এক ক্যান্সার, যাত্রী ছেটে ফেলা যায় ততই মঙ্গল

....১ পাতার পর তারা জঘন্য ও অসুস্থ মানসিকতার লোক। অসুস্থ মানসিকতার লোকেরাই তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং তারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও সহিংস।” ইরানের ওপর নতুন করে হামলার সাফাই দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, “গত রাতে আমরা ইরানের অত্যন্ত বিপজ্জনক লোকগুলোর ওপর জোরদার হামলা

কলকাতা, ৮ জুলাইঃ দক্ষ পূর্ব

প্রথম ২০২৬-২৭ অর্থবছরের রেল পাত্র প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) পরিচালন ও পণ্য পরিবহনের (লোডিং) মূল সূচকগুলিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি নথিভুক্ত করেছে।চলতি অর্থবছরের (২০২৬-২৭) প্রথম প্তম বর্ষের (এপ্রিল-জুন) দক্ষিণ পূর্ব রেল মোট ৫৬.০৬ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহন করেছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১.৫১ বেশি। প্রধান পণ্যগুলির মধ্যে ‘কমিশনড স্টিল’ বা প্রস্তুতকৃত ইম্পাত পরিবহনে সর্বোচ্চ ১৮.২২ প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে এবং আকরিক লোহা পরিবহনে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৭০। এমসিএল থেকে কয়লা পরিবহনেও উল্লেখযোগ্য ১৭.৬ বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে, যেখানে দৈনিক গড়ে ১৮টি রেক (মালবাহী ট্রেনের রাক) চলাচল করেছে। রাজস্বের ক্ষেত্রে, পণ্য পরিবহন থেকে অর্জিত আয় ৪৫.৩৯ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১.১০

বেশি। কয়লা পরিবহন থেকে ১,৪২৬ কোটি টাকা আয় হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ১.২ বেশি। প্রস্তুতকৃত ইম্পাত থেকে আয় হয়েছে ৮১০ কোটি টাকা (১৩.১৯ বৃদ্ধি)। সার পরিবহনে ২৫ কোটি টাকা আয় হয়েছে (৩.১৫ বৃদ্ধি) এবং পিওএল (POL - পেট্রোলিয়াম, তেল ও লুব্রিকেট) পরিবহন থেকে ৫২ কোটি টাকা আয় হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২.২৭ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ১ টার্মিনাল আউট থাকার সময় ১২.০২ হ্রাস পেয়েছে। ৬। ২৫-টন এক্সেল লোড রেকঃ ৪২০৬টি (১.০৮ প্রবৃদ্ধি)

২৫ কোটি টাকা আয় হয়েছে (৩.১৫ বৃদ্ধি) এবং পিওএল (POL - পেট্রোলিয়াম, তেল ও লুব্রিকেট) পরিবহন থেকে ৫২ কোটি টাকা আয় হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২.২৭ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ১ টার্মিনাল আউট থাকার সময় ১২.০২ হ্রাস পেয়েছে। ৬। ২৫-টন এক্সেল লোড রেকঃ ৪২০৬টি (১.০৮ প্রবৃদ্ধি)

৪। গড় দৈনিক ওয়োন লোডিংঃ ৮৪০৪টি ওয়োনাদিন (১.০৮ প্রবৃদ্ধি) ৫। ২৫-টন লোডিংঃ ১৭.৬৯ মেট্রিক টন (৪.৭৪ প্রবৃদ্ধি) ৬। রেক খালসঃ ১৩৪.৩টি রেকাদিন (৪.০৬ প্রবৃদ্ধি)মালবাহী পরিবহনে শক্তিশালী পারফরম্যান্সের পাশাপাশি, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে রেল জোরদারীমা এবং যাত্রী পরিষেবা জোরদার করার কাজ অব্যাহত রেখেছে। এই সময়কালে, নারায়ণগড়-ভদ্রক তৃতীয় লাইন প্রকল্পের আওতায় খানতাপড়া ও সোারের মধ্যবর্তী তৃতীয় লাইনের অংশটি (১৮ কিমি) ০২.০৮.২০২৬ তারিখে সফলভাবে চালু করা হয়েছে।

২০২৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ৮২টি বিশেষ ট্রেন ২৮৯টি ট্রিপ সম্পন্ন করেছে। এছাড়া, নিম্নলিখিত মেইল এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে সাময়িকভাবে ২৫০টি অতিরিক্ত কোচ যুক্ত করা হয়েছে, যা যাত্রীদের যাতায়াত ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে এবং ভ্রমণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে সহায়তা করেছে।



টি২০-তে লজ্জার হার শ্রেয়সদের

সংবাদ সংস্থা, নটিংহ্যামশায়ার, ৮ জুলাইঃ পাঁচ ম্যাচ। এখনও জয়ের দেখা পাননি অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। আর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে লজ্জার একশেষ হল টিম ইন্ডিয়া। মাত্র ৭৬ রানে অলআউট। হার ১২৫ রানে। যা টিম ইন্ডিয়ার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হার। ১৩ রান করে দলে সর্বোচ্চ রান ১৫ বছরের বৈভব সূর্যবংশী। এতো কিছু পর সেই চেনা কাঁধ ঝাঁকানো ভাবটা দেখা গেল না শ্রেয়সের মধ্যে। বরং কটিন ইংরেজি শব্দে ব্যর্থতা মেনে নিলেন। কেকেআরের মতো গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে শ্রেয়সের কেমিস্ট্রি এখানে এখনও জমেনি। নাইট রাইডার্সে কীভাবে জমল, সেটা ভেবেই অনেকে এখন অবাক হচ্ছেন। টিম ইন্ডিয়ায় শ্রেয়সকে রীতিমতো ‘বহিরাগত’ দেখাচ্ছে। আয়ারল্যান্ডে দু’টো ম্যাচে হার। ইংল্যান্ডে বৃষ্টিতে একটা ম্যাচ পরিত্যক্ত। তারপর ফের দু’ম্যাচে হার। গত দু’বছর যে দলটা হাতে গোনা ম্যাচ হেরেছে, তাদের এখন যে পারছে হারিয়ে যাচ্ছে। নাকি এশিয়ার বাইরে বেরোতেই দলের কক্ষালসার চেহারা বেরিয়ে আসছে। ট্রেস্ট ব্রিজে টসে জিতে ইংল্যান্ডকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠায় ভারত। ফিল সল্ট (৭০), জস বাটলার (৩৬), স্যাম কুরানের (৪১) ব্যাটে ভর করে ইংল্যান্ড ২০১ রান তোলে। দু’টি করে উইকেট হারিত রানা ও প্রিল যাদবের। জবাবে মাত্র ৭৬ রানে ভেঙে পড়ে টিম ইন্ডিয়ার তারকাখচিত ব্যাটিং। অধিনায়ক শ্রেয়সের রান ৫। ব্যর্থ হয়েও উজ্জল বৈভব। রাজস্থান রয়্যালসে তার সতীর্থ জহরা আর্চার তাকে আউট করে। ১৩ রান করে সে ও ঈশান কিষান দলের ক্ষোভ। টি-টোয়েন্টিতে ভারতের সর্বনিম্ন রান ৭৪ (২০০৮ সালে)। সেই লজ্জা কোনও রকমে বাটল। তবে এই ফরম্যাটে কখনও এত বড় ব্যবধানে হারেনি। ১২৫ রানে বিরাট ব্যবধানে হেরে সেই লজ্জাও পকেটে পুরলেন শ্রেয়সরা। এমনিতে তিনি সর্বদা আত্মবিশ্বাসী। তবে এদিন হারের পর আর কলার তোলা ভঙ্গিতে কথা বলেননি। দলের অবস্থা বোঝাতে গিয়ে তিনি ব্যবহার করলেন ‘আট্রোসিয়াস’। ভারতীয় ক্রিকেটে এরকম শব্দ সম্ভবত এর আগে ব্যবহার হয়নি। যার অর্থ ‘অধ্যন’।

পেনাল্টি ফক্ষে ‘অপরাধবোধ’! রুদ্ধশ্বাস প্রত্যাবর্তনে শাপমুক্ত হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ মেসির

সংবাদ সংস্থা, আটলান্টা, ৮ জুলাইঃ চলতি বিশ্বকাপের শেষ যোলার লড়াইয়ে মিশরের বিরুদ্ধে খাদের কিনারা থেকে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন আর্জেন্টিনা! ২-০ গোলে পিছিয়ে থাকার পর মাত্র ১৩ মিনিটের ঝড়ে ৩-২ ব্যবধানে রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিলেন লিওনেল মেসিরা। তবে এমন কামব্যাকের চিত্রনাট্য মোটেও মসৃণ নয়। প্রথমার্ধে পেনাল্টি ফক্ষে দলকে বিভ্রম্বায় ফেলেন স্বয়ং মেসি। বিশ্বকাপের ইতিহাসে শুটআউট ছাড়া এটি তাঁর চতুর্থ পেনাল্টি মিস, যা টুর্নামেন্টের ইতিহাসে অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ড। যদিও ম্যাচ শেষে সেই আক্ষেপ ঘুচিয়ে সমতা সূচক গোল করে দলের জয়ে বড় ভূমিকা নেন তিনি। জয়ের পর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মেসির অকপট স্বীকারোক্তি, পেনাল্টি ফস্কানোর পর তিনি নিজেকে টিমের কাছে চরম অপরাধী মনে করছিলেন। লড়াই শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নিজের অনুভূতির কথা প্রকাশ করেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। পেনাল্টি মিসের হতাশা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রসঙ্গে মেসির মন্তব্য, “হ্যাঁ, এটা সত্যিই একটা বড় স্বস্তি, সকলের জন্যই বিরাট স্বস্তি। আমি আগেই বলেছি, পেনাল্টিটা ফস্কানোর পর নিজের শট নেওয়ার ধরন নিয়ে আমি প্রচণ্ড রেগে ছিলাম। মনে হচ্ছিল, অত গুরুত্বপূর্ণ একটা



সময়ে আমি হয়তো দলকে ডুবিয়ে দিয়েছি। তবে ভাগ্য ভাল, ঈশ্বর আমার জন্য শেষলগ্নে বিশেষ কিছু তুলে রেখেছিলেন।” নিজের গোলের প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, “আমি সমতা সূচক গোল করি, যা আমাদের জন্য বিরাট স্বস্তির এবং পরম আনন্দের এগিয়ে দেন দর্শকরা প্রতিদিন মাঠে এসে আমাদের সমর্থন করছেন, তাঁদের

জন্য এই জয়। আর্জেন্টিনীয় হিসেবে আমরা কী, সেটা আবারও প্রমাণ করেছি। আমরা দারুণ গর্বিত!” আটলান্টার মাঠে ম্যাচের শুরুতেই আর্জেন্টিনাকে চমকে দেয় মিশর। ১৫ মিনিটে মারওয়ান আতিয়ার কর্নার থেকে নিখুঁত হেডে গোল করে ফারাগদের এগিয়ে দেন ইয়াসের ইব্রাহিম। এরপর নিকোলাস তাগলিয়াফিকো বক্সে ফাউলের

শিকার হলে আর্জেন্টিনা পেনাল্টি পায়। স্পট কিং থেকে মেসির নেওয়া শট দুরন্ত দক্ষতায় রুখে দেন মিশরের গোলরক্ষক মোস্তফা শোবির। যাঁর দাপট প্রথমার্ধ জুড়ে বজায় থাকে। অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার এবং হলিয়ান আলভারোজের শটও অনায়াসে বাঁচান তিনি। অন্যদিকে, মেসির একটি ফ্রি-কিক ক্রসবারে লেগে

ফিরে আসে। দ্বিতীয়ার্ধেও দাপট অব্যাহত মিশরের। মোস্তফা জিকোর একটি গোল ডিএআর-এর কারণে বাতিল হলেও, ৬৭ মিনিটে ফের আঘাত হানে মিশর। মহম্মদ সালাহ এবং হাইসেম হাসানের সাজানো আক্রমণ থেকে গোল করে ব্যবধান ২-০ বাড়ান সেই জিকেই। ০-২ গোলে পিছিয়ে পড়ার পর মরিয়া হয়ে আক্রমণ শানায় আর্জেন্টিনা। ৭৯ মিনিটে মেসির মাথা ফ্রি-কিক থেকে দুরন্ত হেডে ব্যবধান কমান ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো। এর ঠিক চার মিনিট পর, ৮৩ মিনিটে বক্সের প্রান্ত থেকে মেসির নেওয়া জেরালো শট গোলরক্ষকের গ্লাভস ছুঁয়ে ক্রসবারের নিচ দিয়ে জালে জড়িয়ে যায়। স্কোরলাইন ২-২ হওয়ার পর খেলা যখন অতিরিক্ত সময়ের দিকে গড়াচ্ছে, ঠিক তখনই ইনজুরি টাইমের দ্বিতীয় মিনিটে পেনাল্টি বক্সের কাছে ফাঁকায় বল পেয়ে ঠান্ডা মাথায় মাটিরঘোষা শটে গোল করে আর্জেন্টিনার জয় নিশ্চিত করেন এনজো ফার্নান্দেজ। দলের এই অদম্য লড়াইয়ের প্রশংসা করে মেসি বলেন, “আমি আগেও অনেকবার বলেছি এবং আবারও বলছি, এই দল লড়াই করতে জানে। এরা সবসময় নিজেরের সবটুকু উজাড় করে দেয়, কখনও হাল ছাড়ে না বা হার মানে না।” কোয়ার্টার ফাইনাল আগামী ১১ জুলাই। এবার আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ

রেফারির ‘দক্ষিণ্যে’ আর্জেন্টিনার জয়?

মিশরের গোল বাতিল ও পেনাল্টি-বিতর্কে কাঠগড়ায় ডিএআর



সংবাদ সংস্থা, আটলান্টা, ৮ জুলাইঃ আটলান্টায় খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৩-২ ব্যবধানে রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নিয়েছে আর্জেন্টিনা। কিন্তু বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের এই মেগা কামব্যাকের নেপথ্যে কি রেফারির হাত রয়েছে? চলতি বিশ্বকাপের শেষ যোলার লড়াইয়ে মিশরের বিরুদ্ধে লিওনেল মেসিদের জয়ের পর এই প্রশ্নই এখন ফুটবল দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি ঘুরপাক

খাচ্ছে। নেপথ্যে রেফারির একাধিক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত এবং ডিএআর-এর ভূমিকা। মিশরীয় শিবিরের দাবি, তাদের জয় কার্যত ‘ছিনতাই’ করা হয়েছে। আটলান্টার মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে ৬৮,২৩৯ জন দর্শকের সামনে ০-২ গোলে পিছিয়ে পড়েও যেভাবে আর্জেন্টিনা জয় পেল, তার প্রশংসা করার পাশাপাশি রেফারি ফ্রাঁসোয়া লেতেস্কিয়েরের ভূমিকা নিয়ে যোর সন্দিহান ফুটবলপ্রেমীরা। ম্যাচের প্রথমার্ধে এবং দ্বিতীয়ার্ধে এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যা আর্জেন্টিনার পক্ষে গিয়েছে বলে অভিযোগ। প্রথমার্ধের রিপ্লেতে স্পষ্ট দেখা যায়, আর্জেন্টিনার রাইট-ব্যাক নাথয়েল মলিনা তার হাত বাড়িয়ে মিশরের উইঙ্গার ইমাম আশুরকে ফাউল করেন। কিন্তু বিশ্বায়করভাবে মলিনাকে কোনও শাস্তি দেওয়া হয়নি। এখানেই শেষ নয়, দ্বিতীয়ার্ধে আর্জেন্টিনার বক্সে লেফট-ব্যাক নিকোলাস তাগলিয়াফিকোর চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে মাঠে লুটিয়ে পড়েন মিশরের অধিনায়ক মহম্মদ সালাহ। রিপ্লেতে দেখা যায়, তাগলিয়াফিকোর পা সালাহর বুটের ডগায় লেগেছিল, যার ফলে তিনি বলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যান। কিন্তু রেফারি মিশরের ন্যায্য পেনাল্টির দাবি সরাসরি খারিজ করে দেন। এর আগে দ্বিতীয়ার্ধেই ডিএআর-এর সাহায্যে মিশরের একটি গোলও বাতিল করা হয়, যা বিতর্কের আগুনে ঘুতহতি দেয়। এই বিতর্কিত সিদ্ধান্তগুলোর পর স্বাভাবিকভাবে ক্ষোভে ফেটে পড়ে মিশরীয় শিবির। রেফারির এই ভূমিকার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন মিশরের হেড কোচ হোসাম হাসান এবং দলের অন্যতম ফরোয়ার্ড মোস্তফা জিকো। সমাজমাধ্যমেও রেফারি লেতেস্কিয়েরের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। সাংবাদিক, প্রাক্তন ফুটবলার এবং ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এখন একটাই জোর চাঁ লেগেছে-রেফারিরা কি আর্জেন্টিনাকে বাড়তি সুবিধা দিচ্ছেন? বিশেষ করে যে সিদ্ধান্তগুলো পঞ্চাশ-পঞ্চাশ হতে পালত, সেগুলো বারবার আর্জেন্টিনার পক্ষেই যাওয়ায় এই সন্দেহ আরও তীব্র। অনেকেই সওয়াল তুলেছেন, বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের টুর্নামেন্টে টিকিয়ে রাখতেই কি এই ধরনের পক্ষপাতটুই রেফারিদের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে?



RITES LIMITED

(A Govt. of India Enterprise) CIN No.: L74899DL1974GD007227
Shikhar, Plot No.1, Sector-29, Gurgaon - 122001

Requirement of professionals for the following post(s) / discipline(s) through interview at RITES Office.

VC No(s).	Individual Consultant Post(s)	No. of Posts	Payment for Services (in Rs. P.M.)	Mode & Venue of Selection process
YP/63/26	Sr. Bridge Design Engineer / Main Bridge (04 Lane Extradosed Cable Stayed)	1	2,25,000/-	RITES Corporate Office Gurgaon / Video conferencing
YP/64/26	Sr. Design Review Engineer	1	2,00,000/-	
YP/65/26	Sr. Bridge Design Specialist for Viaduct and other structures	1	2,25,000/-	
YP/66/26	Sr. Bridge Design Engineer	2	2,00,000/-	

For details regarding application, T&Cs, etc., candidates may see the detailed advertisement posted on RITES website www.rites.com under Career Section.

Last date to apply – 26 July 2026 (till 11:00 PM)

কলম্বিয়াকে টাইব্রেকারে হারিয়ে আর্জেন্টিনার সামনে সুইজারল্যান্ড

নির্ধারিত ৯০ মিনিট পেরিয়ে অতিরিক্ত ৩০ মিনিটেও দুই দলের আক্রমণে ধার ফিরল না। একরকম উত্তাপহীন লড়াইয়ের সব রোমাঞ্চ গিয়ে যেন জমা হলো টাইব্রেকারে। যেখানে স্নায়ুচাপ ধরে রেখে, কলম্বিয়াকে হারিয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালের টিকেট কাটল সুইজারল্যান্ড।

সংবাদ সংস্থা, ভান্সভার, ৮ জুলাইঃ দীর্ঘ ৭২ বছরের যন্ত্রণাদায়ক অপেক্ষার অবশেষে অবসান। ভান্সভারের বিসি প্লেস স্টেডিয়ামে কলম্বিয়াকে টাইব্রেকারে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়ে ১৯৫৪ সালের পর এই প্রথম বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল সুইজারল্যান্ড। নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ের ১২০ মিনিটের খেলা ভালোভাবে খাওয়ার পর স্নায়ুর চূড়ান্ত পরীক্ষায় বাজিমাত সুইসদের। টাইব্রেকারে জয়ের রূপকার হয়ে উঠলেন গোলরক্ষক প্রেগর কোবেল। যিনি কলম্বিয়ার দাভিনসন স্যাঞ্চেজের শট ক্রসবারে লাগার পর, চুটো হার্নান্দেজের পেনাল্টি রুখে সুইসদের জয়ের ভিত গড়ে দেন। এরপর ম্যানুয়েল আকানজি পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হলেও, রুবেন ভার্গাস ঠান্ডা মাথায় বল জালে জড়িয়ে ইতিহাস গড়া নিশ্চিত করেন। এই অবিশ্বাস্য জয়টা সুইজারল্যান্ডের কাছে আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ টুর্নামেন্টের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তারা পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে মাঠে নামতে পারেনি। চোটের কারণে ছিটকে যান দলের উদীয়মান তারকা জোহান মানজামি। ম্যাচ উইমান ভার্গাসও হালকা চোট নিয়ে খেলেছেন। গোটা ১২০ মিনিটের খেলায় কলম্বিয়ার গোল লক্ষ্য করে সুইসরা মাত্র দু’টি শট মারতে পেরেছিল। অন্যদিকে, গ্যালারি ভর্তি হুন্দ জার্সিধারী সমর্থকদের গর্জনে উদ্ভুদ্ধ কলম্বিয়া গোড়া থেকেই আক্রমণের ঝড় তোলে। প্রথমার্ধের ২১ মিনিটে গুস্তাভো পুয়ের্তার দূরপাল্লার ঝাঁকানো শট কোবেল অনবদ্য ডাইভে বাঁচিয়ে না দিলে সুইসদের

তখনই পিছিয়ে পড়তে হত। এরপর ফ্যাবিয়ান রাইডারের একটি শট কলম্বিয়ার গোলরক্ষক কামিলো ভার্গাস আটকে দেন। প্রথমার্ধের পর সুইজারল্যান্ড আক্রমণভাগ সেভাবে আর



প্রতিপক্ষকে বিপদে ফেলতে না পারলেও, তাদের জমাট রক্ষণ কলম্বিয়ার ফুটবলারদের চূড়ান্ত হতাশ করে রাখে। দ্বিতীয়ার্ধেও উভয় দল একে অপরের রক্ষণে হানা দেয়। তবে গোলের মুখ খোলেনি। নির্ধারিত সময়ের একেবারে শেষ মুহূর্তে সুইজারল্যান্ডের ডান

এনডয়ে নিখুঁত দৌড়ে বক্সে ঢুকে পড়লেও তার মাটিরঘোষা শট পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে বেরিয়ে যায়। অতিরিক্ত সময়েও চিত্রনাট্য একই। কলম্বিয়া মরিয়া হয়ে আক্রমণ শানায়, কিন্তু সুইসরা নিজেদের রক্ষণ সামলে প্রতি-আক্রমণের অপেক্ষায় থাকে। ঠিক তখনই কলম্বিয়া গোলের সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছেছিল, যখন একটি কর্নার থেকে ভেসে আসা বলে মাথা ছোঁয়ান জেন লুকুমি। কিন্তু কোবেল পরাস্ত হলেও সেই হেড সোজা

ক্রসবারে গিয়ে আছড়ে পড়ে। গোলশূন্য ১২০ মিনিটের পর টুর্নামেন্টের নকআউট পর্বে চতুর্থবারের মতো ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বিশ্বকাপে পরে পেনাল্টি নেওয়া দলগুলোই সব ক’টি শুটআউটে জিতেছে। সুইসরাও এদিন সেই ধারা অব্যাহত রাখল। ম্যাচ জেতানো পেনাল্টি থেকে গোল করার পর সতীর্থদের উল্লাসের মধ্যমণি রুবেন ভার্গাস। এই ঐতিহাসিক জয়ের পর উচ্ছ্বসিত তিনি। বলেন, “আজ আমরা যা অর্জন করেছি, সেটা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। এই মুহূর্তটির জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। আমার কাছে এটা একটা অসাধারণ ম্যাচ ছিল। ১২০ মিনিট ধরে আমরা মাঠে নিজেরদের সবটুকু উজা। করে দিয়েছি। আমরা একটা শক্তিশালী প্রতিপক্ষের পিছিয়ে পড়েও অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছে। শেষ আটে আন্তারঙ্গ হিসেবে নামলেও, কোচ মুরাট ইয়াকিনের দল প্রমাণ করে দিয়েছে, তারা খাদের কিনারা থেকেও ইতিহাস লিখতে জানে।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৮ বর্ষ • অষ্টম সংখ্যা • ১ জুলাই ২০২৬

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন